সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক
স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)—

"বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্‌লেই হয়। আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন।"

মন্মথ রায়ের নাটক

বিদ্যুৎপর্ণা	৸৹	মহুয়া	১৲
সতী	১।৹	শ্রীবৎস	১৲
খনা	১।৹	দেবাসুর	১৲
অশোক	২৲	চাঁদ সদাগর	২৲
সাবিত্রী	১।৹	মুক্তির ডাক	।৵৹
কারাগার	২।৹	কাজলরেখা	।৹
একাঙ্কিকা	১।৹	মীরকাশিম	২॥৹
রাত্রির তপস্যা	২৲	কৃষাণ	২৲

ছোটদের নাট্যগ্রন্থ···১।৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইস্‌লাম—

"এক বুক কাদা ভেঙে পথ চ'লে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু' [illegible]খে আনন্দ যেমন ধরে না, তে[illegible] আনন্দ দু'চোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়। অ[illegible]য়, আর কারুর কোন লেখ[illegible] বিচলিত করে নি।"

জীবনটাই নাটক

পৌরাণিক তথা সামাজিক
নাটক

মন্মথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

জীবনটাই নাটক

রচনাকাল :

১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর

১৯৫২

শুভ উদ্বোধন :

মিনার্ভা থিয়েটার—কলিকাতা

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৩

২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা, ৬

আড়াই টাকা

জীবনটাই নাটক

বঙ্গীয় নাট্যশালার তথা নাট্যশিল্পীদের
মহোত্তম বন্ধু
নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
শ্রীকরকমলেষু

প্রীতিধন্য
মন্মথ রায়
১লা বৈশাখ : ১৩৬০

আত্মকথা

আমার লেখা প্রথম নাটক অভিনীত হয় ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটারে। নাটকটি ছিল একখানি একাঙ্কিকা, নাম 'মুক্তির ডাক', একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। তাহার পর, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আমার যে সব নাটক অভিনীত হয় তাহার কোনটিই সামাজিক নাটক ছিল না। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে 'নাট্যনিকেতনে'র জন্য "মীরকাশিম" নাটক রচনার পর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জন্য আমি আর কোন নাটকই লিখি নাই। ১৯৫২ সালে আমি পুনরায় নাটক লিখিতে মনস্থ করিয়া গত এপ্রিলে "মহাভারতী", জুলাইয়ে "মমতাময়ী হাসপাতাল", অগাষ্টে "পথে-বিপথে" এবং সেপ্টেম্বরে "জীবনটাই নাটক" রচনা করিয়াছি। এ চারটিই সামাজিক নাটক। ইহার মধ্যে আমাদের মুক্তিআন্দোলনের আখ্যায়িকা "মহাভারতী" "কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ" কর্তৃক 'শ্রীরঙ্গমে' গত ২৬শে জানুয়ারী (১৯৫৩) প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

'মমতাময়ী হাসপাতাল" 'ভারতবর্ষে' ১৩৫৯এর পৌষ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। "পথে-বিপথে" 'প্রবাসী'তে ১৩৬০এর বৈশাখ সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইবে। নবনাট্য-আন্দোলন-ব্রতী প্রযোজক শ্রীরাসবিহারী সরকারের এবং পরিচালক শ্রীছবি বিশ্বাসের প্রথম নাট্যঅর্ঘ্যরূপে মিনার্ভা থিয়েটারে গত ২৯শে জানুয়ারী (১৯৫৩) "জীবনটাই নাটক"-এর উদ্বোধন হইয়াছে।

চৌদ্দ বৎসর পূর্বে 'নাট্যনিকেতনে' আমার "মীরকাশিম" নাটকের নামভূমিকায় শ্রীছবি বিশ্বাস অবতরণ করা মাত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাঁহার সেই প্রথম আবির্ভাবের পর হইতেই সুরু হয় তাঁহার নটজীবনের অব্যাহত জয়যাত্রা। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার 'অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র কল্যাণে অভিনয়ার্থে আমাকে একটি নাটকের জন্য অনুরোধ করিলে আমি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনকে ভিত্তি করিয়া একটি নাটক লিখিবার অনুপ্রেরণা লাভ করি। সেই নাটকই এই "জীবনটাই নাটক।"

এই নাটকের অনুলিখনে শ্রীমন্মথ চৌধুরী, গ্রন্থনে শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন ভাস্কর এবং শ্রীঅশোক ভৌমিক এবং প্রচ্ছদ চিত্রের অঙ্কনে শ্রীতারাপ্রসাদ দাস আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সুর-যাদুকর শ্রীঅনিল বাগচী গীতনির্বাচনে এবং সুরসৃষ্টিতে নাটকটির যে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীছবি বিশ্বাস নাটকটির পরিচালনায় যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রতিভার সমাবেশ করিয়াছেন তাহাতে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। এই সঙ্গে মিনার্ভার অন্যান্য শিল্পীগণকেও তাঁহাদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

১লা বৈশাখ, ১৩৬০
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা

মন্মথ রায়
১৪, ৪, ৫৩

প্রথম দৃশ্য

ময়মনসিংহের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, নাম চণ্ডীপুর। সেখানকার জমিদারবাড়ীতে স্টেজ বাঁধিয়া কলিকাতার 'বলাবণী' থিয়েটার পার্টির কৃষ্ণলীলা। নাটকের অভিনয় হইতেছে। ইহা নাটকের প্রথম দৃশ্য — যমুনাপুলিন। নিকুঞ্জবনে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন। এমন সময়ে গোপিনীদের দিকে হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ চতুরালী করিয়া অন্তরালে লুকাইলেন। ফুল, মালা প্রভৃতি উপচার লইয়া গোপিনীগণ ও তাঁহাদের সাথে আনন্দভাবে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি থামিয়া গেল।

বৃন্দা॥ কই, রাধা, কপট কৃষ্ণ তো এখানে নেই।

রাধিকা॥ আছে, আছে—এখানেই আছে। তাঁর বাঁশী শুনে তবেই না ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। সে বাঁশী তো পথেও শুনেছি। তোমরাও তো শুনেছ, সখী।

ললিতা॥ এখানে এসেও তো শুনলাম তার বাঁশী। সে কপট বল দেখি! এরই মধ্যে কোথায় লুকোল!

রাধিকা॥ যেখানেই লুকোক—আসতেই হবে তাকে। (অন্তরালে

কৃষ্ণের বাঁশী আবার বাজিতে লাগিল) ওই শোন—ওই শোন, সখী।

গান

"শুন গো মরম, সখী।
ওই শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল আঁখি॥

[গোপিনীগণের নৃত্যচ্ছন্দে সেই সংগীতে কণ্ঠ মিলাইলেন]

'এই অনুমান করে গোপীগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
শুধু তনু দেহ— এই তনু মোর,
তথায় আছয়ে চিত॥
জলদ আবেগে চাতক যেমন
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জয়ই অভিন্ন রমণী
জলদ গতিক সেই॥"

গোপিনীগণের এই নৃত্যগীতের মধ্যে মুরবিনাশী কৃষ্ণ আসিয়া যোগদান করিলেন। গোপিনীগণ নৃত্যচ্ছন্দে তাঁহাকে বরণ করিলেন। রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনকে অভিনন্দিত করিয়া, গোপিনীগণ একে একে নৃত্যচ্ছন্দে সরিয়া গেলেন।

রাধিকা॥ তোমার বাঁশী যখন শুনি, তখন ভুলে যাই আমার ঘর, আমার সংসার। তোমার বাঁশীতে কী মধু আছে, কী জাদু আছে আমি জানি না—জানি না।

কৃষ্ণ॥ রাধা-নামে আমার সাধা বাঁশী, আর কোন সুর আমি জানি না, সখী। (আবৃত্তি)

"রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমারি কারণে রসতত্ত্ব-লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশিদিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসে থাকি তার তীরে॥
তোমারি রূপের মাধুরী হেরিতে
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী চারিদিকে হেরি
যেমন চাতকপাখী॥
তব রূপগুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হয়ে ভোর॥"

রাধিকা॥ এ বাঁশী তুমি আর বাজিবো না, শ্যাম।

কৃষ্ণ॥ কেন, সখী?

রাধিকা॥ আমার কলঙ্কের ভয় নেই বুঝি? আমার স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, ননদী আছে। তাদের সেবা আমি করি, কিন্তু মন পড়ে থাকে—কোথায় তোমার বাঁশী বাজে, কখন তোমার বাঁশী বাজে। কাজে আমার ভুল হয়। বাঁশী শুনে চমকে উঠি আমি। কাজে আর মন থাকে না। কত গঞ্জনা সই— লাঞ্ছনাই বা কত!

কৃষ্ণ॥ (হাসিয়া) কাজে ভুল হলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হবে বইকি,

সখী। না, সখী, ঘর-সংসারের কাজে ভুল কোরো না তুমি। স্বামীর সেবা কোরো—শাশুড়ী-ননদীকে যত্ন কোরো—অবহেলা তুমি কাউকেই কোরো না—কোন কাজেই কোরো না।

রাধিকা॥ তা কি কেউ পারে?

কৃষ্ণ॥ পারে না? একটা পাখী পারে,—আর তুমি পারবে না, রাধা? ওই দেখ—ওই যে চাতকপাখী—পিপাসা মেটাতে মেঘের দিকে চেয়ে আকাশে উড়ছে—কিন্তু বাসার দিকেও ওর চোখ রয়েছে—হ্যাঁ, ওই যে তমালগাছে ওর বাসা।

রাধিকা॥ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সত্যিই আমি চাতক। তুমি আমার নবজলধর মেঘ।

সখী বিশাখা চটিয়া হাসিল

বিশাখা॥ সখী, সর্বনাশ! আয়ান ঘোষ আসছে!

রাধিকা॥ (আতঙ্কিতভাবে) কোথায়?

বিশাখা॥ এখানে—এই দিকে। সঙ্গে আছেন তোমার জটিলা শাশুড়ীঠাকরুন আর কুটিলা ননদী। শ্যামের সঙ্গে দেখতে পেলে আজ আর তোমার রক্ষে নেই।

রাধিকা॥ কী হবে, সখী? আমি যে বলে এসেছিলাম—'কাত্যায়নীপূজো করতে নিকুঞ্জবনে যাচ্ছি'।

বিশাখা॥ কোথায় তোমার কাত্যায়নী—কোথায় তোমার পূজো? এখন, কী তোমার সাজা হয়, দেখ!

রাধিকা ॥ বৃন্দা, ললিতা—ওরা সব কোথায় ?

বিশাখা ॥ ওরা এতক্ষণ আছে কি নেই জানি না। একে জটিলা—তায় কুটিলা—তায় আয়ান ঘোষ !

রাধিকা ॥ (কৃষ্ণের প্রতি ব্যাকুলভাবে) কী হবে, শ্যাম ?

কৃষ্ণ ॥ (মৃদু হাসিয়া) কাত্যায়নীপূজো করতে এসেছ—কাত্যায়নী-পূজোই কর, সখী।

বিশাখা ॥ হ্যাঁ, তাই কর।

রাধিকা ॥ কিন্তু কোথায় আমার ফুল—কোথায় আমার মালা-চন্দন ? কোথায় পাব পূজোর উপকরণ ?

বিশাখা ॥ বনে ফুলের অভাব কী ? এস, সখী, আমি দিচ্ছি।

রাধিকাকে লইয়া বিশাখার প্রস্থান। কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গরূপে মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল এবং পুনরায় আলোকিত হইলে দেখা গেল—কৃষ্ণ কাত্যায়নীমূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। অপর দিক হইতে রাধিকাকে তাড়না করিতে করিতে আয়ান ঘোষের প্রবেশ, পশ্চাতে জটিলা ও কুটিলা।

আয়ান ॥ বল্, পাপীয়সী, কার অভিসারে এসেছিস তুই—এই রাত্রে—নির্জন এই নিকুঞ্জে ?

জটিলা ॥ কুলে কালি দিয়ে—ওরে পোড়ারমুখী—এই তোর কাত্যায়নীপূজো ?

কুটিলা ॥ অমন বউকে গলা টিপে মেরে ফেল, দাদা, নইলে আমাদের সতী-নামে কলঙ্ক হবে।

আয়ান ॥ হ্যাঁ, তাই মারব। কিন্তু তার আগে ওর মুখ থেকেই

জানতে চাই—কার অভিসারে এসেছিল ওই কলঙ্কিনী ?
(রাধিকার গলা টিপিয়া ধরিয়া) বল্—বল্—কে সে ?

রাধিকা॥ কালী—কালী।

আয়ান॥ কালী, না কৃষ্ণ ?

রাধিকা॥ কালীই কৃষ্ণ—কৃষ্ণই কালী। ওই দেখ।

সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল—সত্যই শ্যামামূর্তি

আয়ান॥ এ কী! এ কী! রাধা, তুমি মহাসতী। তোমাকে ভুল বুঝে যে অপরাধ আমরা করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর, সতী, ক্ষমা কর।

রাধিকা॥ ও কথা বলে আর আমাকে অপরাধী কোরো না। এ সবই তাঁর লীলা—তাঁর খেলা। যিনি কালী—তিনি কৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ—তিনি কালী।

আয়ান॥ (আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া)

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি কাত্যায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য

থিয়েটারের সাজঘর। রূপসজ্জার উপকরণাদি সাজানো রহিয়াছে। দুইখানি বড় আয়না ঝুলিতেছে। ড্রেসার রূপলাল সাজ-পোশাক গোছগাছ করিতেছে। অভিনয় শেষ হওয়ায় দর্শকদের গোলমাল ভাসিয়া আসিতেছে। থিয়েটার-পার্টির ম্যানেজার কৃতান্ত বসু আযান ঘোষ সাজিয়াছিলেন। অভিনয় শেষ হওয়ায় তিনি পোশাক খুলিতে সাজঘরে ঢুকিলেন। রূপলাল তাঁহাকে সাহায্য করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রূপলাল ॥ লাস্ট সিনে জোর হাততালি পড়ল, শুনলাম।

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, প্লেটা আজ খুব জমেছে। তবে, আরো জমত—যদি রাধিকা আর-একটু ফিলিং দিয়ে প্লে করত। যখন গলা টিপে ধরলাম—ভয়ে মেয়েটা কেমন মিইয়ে গেল!

রূপলাল ॥ 'কলিক্ পেন্'এর ভয়েই চামেলী দেবী মুষড়ে পড়েন। নইলে পার্ট তো তাঁর খারাপ হবার কথা নয়, স্যর। রাধিকার পার্টে চামেলী দেবীর খুব সুখ্যেতই হয়েছে, স্যর।

কৃতান্ত ॥ আরে, তোমরা তো যা দেখ, তাইতেই মুচ্ছো যাও। আমরা বয়সকালে যেসব অ্যাকট্রেসের সঙ্গে প্লে করেছি—সেসব কি আর হচ্ছে—না আসছে! এখন পায়ে ঘুঙুর পরলেই নৃত্যশিল্পী, আর মুখে রঙ মাখলেই সব দেবী। নাও—মেক্-আপটা তাড়াতাড়ি তুলে নাও। দেব-দেবীরা সব

এলেন বলে! 'এটা নেই—সেটা দাও—ওটা চাই'—ছত্রিশ রকম ঝামেলা!

কুটিলা বেশী শ্রীমতী কাবেরী ও জটিলা বেশী শ্রীমতী মনোরমার হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ

কাবেরী ॥ ও মশাই, আপনি তো এখানে! ওদিকে যে হয়ে গেল!

কৃতান্ত ॥ আঃ, কী আবার হল?

মনোরমা ॥ আবার কী হবে? তোমাদের রাধিকা খাবি খাচ্ছেন। 'কলিক্' হয়েছে। শীগ্‌গির এস, বাপু। কাতরাচ্ছে। পটল-তুলি-তুলি ভাব।

কৃতান্ত ॥ আঃ, কেন যে এরা প্লে করতে আসে! যখন-তখন 'কলিক্'!

কাবেরী ॥ বলে কী, মশাই, জানেন? আপনাকে দেখলেই নাকি ওর 'কলিক-কলিক্' ভাব হয়।

মনোরমা ॥ গলা টিপে ধরে স্টেজের ওপর যা চলাচলি কর—কোন্ দিন ঢলে পড়বে—তখন বুঝবে!

কৃতান্ত ॥ আঃ! ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে?

কাবেরী ॥ খবর তো দেবেন আপনি।

কৃতান্ত ॥ আর মস্‌করা করবে তোমরা! যত সব! চল…

তখনও ডানদিকের গোঁফ খোলা হয় নাই—সেই অবস্থায়ই কৃতান্তের প্রস্থান। মনোরমা তাঁহার অনুসরণ করিল

রূপলাল ॥ আঃ—হা—! ডানদিকের গোঁফটা রয়েই গেল যে! অ্যাই যাঃ!

কাবেরী ॥ (রূপলালের প্রতি কুটিল কটাক্ষে) হ্যাঁ, বাঁদিকের ব্যাপারে এসব হয়েই থাকে।

রূপলাল ॥ হ্যাঁ, গোলমাল শুরু হয়েছে। এত 'কলিক্' হলে বাঁদিকের আসন টলমল হবে বইকি!

কাবেরী ॥ একটু খুলেই বল-না ছাই। কিছু ঘটেছে নাকি?

রূপলাল ॥ চাকা ঘুরছে—আর আবার কী ঘটবে! কত্তার বাঁদিকের আসনটি চামেলীর বাঁধা ছিল; আজ দেখলাম, সে আসনটা টলমল করছে।

কাবেরী ॥ কেন, বল তো? আবার কার কপাল খুলল, শুনি?

রূপলাল ॥ আর যারই হোক—তোমার নয়, কাবেরী।

কাবেরী ॥ তোমার কপাল না পুড়লে, আমার কপাল খুলবে না—সে আমি জানি।

রূপলাল ॥ আহা—চট কেন? একটা নতুন মেয়ে এসেছে আজ, দেখ নি?

কাবেরী ॥ নতুন মেয়ে এসেছে এখানে? এখানকার?

রূপলাল ॥ এখানকার মেয়ে দিয়ে চলবে আমাদের কলকাতার 'কলাবতী থিয়েটার'?

কাবেরী ॥ তবে কি কলকাতা থেকে ধেয়ে এসেছে সেই মেয়ে—এই অজ পাড়াগাঁয়ে?

রূপলাল ॥ তাই তো শুনলাম। আর, চেহারা যা দেখলাম, তাতে তোমাদের সবারই বোধহয় কপাল পুড়ল! বুঝলে, কাবেরী বিবি?

কাবেরী ॥ মুখপুড়ী কোথায় ?

রূপলাল ॥ ম্যানেজার প্লে দেখতে বাইরে বসিয়ে দিয়েছিল।

কাবেরী ॥ চালাকি রাখ।

রূপলাল ॥ মাইরি বলছি।

কাবেরী ॥ গাজাখুরি সব গল্প। চললাম আমি। আমাদের যা ড্রেসার—রঙ তুলতে লাগবে এক ঘণ্টা।

রূপলাল ॥ বল তো—আমি তুলে দিচ্ছি।

কাবেরী ॥ থাক্।

কৃত্রিম কোপে কাবেরী চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়
কৃতান্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন

কৃতান্ত ॥ (কাবেরীকে) সেই থেকে এখানে? বল—'কলিক্ পেন্'?

কাবেরী ॥ বললেই বা দেখছে কে! সবাই তো আর চামেলী দেবী নয় যে, অসুখ-বিসুখে দেখবার লোকের অভাব নেই—যখন তখন 'কলিক্' হচ্ছে।

কৃতান্ত ॥ (খ্যাঁকাইয়া উঠিয়া) কিন্তু, এত ঘন ঘন 'কলিক্ পেন্' হলে, কে দেখবে বল? বাসাবাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। ওই ডাক্তারই দেখবে। আবার কী?

কাবেরী ॥ এখন আপনি না দেখলে আমাদেরই দেখতে হবে। একসঙ্গে কাজ করি—আজ ওর কপাল পুড়েছে বলে তো আর ফেলে দিতে পারব না। যাচ্ছি।

কাবেরীর প্রস্থান

কৃতান্ত ॥ শুনলে হে রূপলাল? বলি, শুনলে তো? আজ ওর দরদ উথলে উঠল।

রূপলাল ॥ ওদের চেনা দায়, স্যর। কখন যে কার ওপর কেন যে দরদ উথলে ওঠে—বোঝা ভার। আসুন, রাত হয়ে গেল।

কৃষ্ণ-বেশী মণিমোহনের প্রবেশ

মণিমোহন ॥ আসতে পারি, স্যর?

কৃতান্ত ॥ কে, মণিমোহন? খবর কী? ধড়াচূড়ো যে এখনো ছাড় নি?

মণিমোহন ॥ আমার একটা নালিশ আছে।

কৃতান্ত ॥ তা নালিশ—সাজঘরে কেন? এটা তো আমার আপিস নয়।

মণিমোহন ॥ আরে, মশাই, আপনি ম্যানেজার। যেখানে আপনি, সেখানেই আপনার আপিস। 'আজ দেব'—'কাল দেব' করে করে—তিন মাস মাইনে দেন নি। গেল মাসে, মশাই, আমার পরিবার আমার নামে একটা চিঠি লিখেছিল, সেই চিঠিখানা পর্যন্ত আপনারা গাপ করেছেন!

কৃতান্ত ॥ চিঠি গাপ করেছি—মানে?

মণিমোহন ॥ এই তো, মশাই, সেই চিঠি। চামেলী দেবীকে দেখে ডাক্তার ওষুধ লিখবার জন্যে কাগজ চাইলেন। আপনার পেয়ারের চাকর ভোলা—আপিস (ঘর) থেকে নিয়ে এল

আপনার লিখবার প্যাড্। প্যাড্ খুলতেই দেখি—এই চিঠি!

কৃতান্ত॥ ও, সেই চিঠিটা! এই যাঃ, তোমায় দিতে ভুলে গিয়েছি।

মণিমোহন॥ কিন্তু চিঠিটা খুলতে তো ভোলেন নি! দু'মাস টাকা পাঠাতে পারিনি—পরিবার লিখেছে, (চিঠির অংশবিশেষ পাঠ) "পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, এ জ্বালা আর সইতে পারি না—কোন্ দিন শুনবে, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছি!" চিঠি খুলে, তা পড়ে, কী করে পারলেন আপনি এই চিঠি চাপা দিতে!

কৃতান্ত॥ থাম, মণিমোহন। চিঠিটা তোমায় দিলে, তুমি তক্ষুনি টাকার জন্যে আমার ওপর জুলুম করতে। শত জুলুমেও আমার টাকা দেবার কোন উপায়ই ছিল না—তাও তো তোমরা জান, মণিমোহন। টাকা না পেলেও তুমি বাড়ি ছুটতে,—আমাদের এই বায়নাটা ফেল্ করত। তাই চিঠিটা চাপা দিয়ে বায়নাটাই পূরণ করেছি। কাল সকালেই তুমি তোমার টাকা পাবে। তিন মাসের মাইনে তোমাকে আমি একসঙ্গেই দেব। সুখে দুঃখে, ভাই, আমরা এমনি করেই টিঁকে আছি—এমনি করেই টিঁকে থাকব। যাও, ভাই, ধড়াচুড়োগুলো ছেড়ে ফেলগে।

মণিমোহন॥ কাল সকালে—শুধু তিন মাসের মাইনে একসঙ্গে দিলেই হবে না, স্যর, সেইসঙ্গে আমাকে সাত দিনের ছুটিও

দিতে হবে—আমি বাড়ি যাব। বউকে গিয়ে দেখতে পাব কি পাব না, জানি না; কিন্তু তবু একবার যেতে হবে'।

কৃতান্ত॥ যাবে বইকি—যাবে বইকি! তবে, সাত দিনের নয়, ভাই, পাঁচ দিনের ছুটিতে যাও। সাত দিনের দিন আবার নন্দীগ্রামের বায়নাটা রয়েছে।

মণিমোহন নীরবেই পূর্ণসম্মতি জানাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল

এসো, ভাই, এসো'।

মণিমোহনের প্রস্থান

কৃতান্ত॥ ভগবান! সবই তো পার, কিন্তু থিয়েটারের ম্যানেজারী কর দেখি।

রূপলাল॥ যা বলেছেন, স্তর।...আপনার তো হ'ল। যাই দেখি—কে 'মেক-আপ' নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আবার।

কৃতান্ত॥ হ্যাঁ, দেখ—দেখ।

রূপলালের প্রস্থান। থিয়েটারের ঝি বগলার প্রবেশ

বগলা॥ বাবু, প্লে শেষ হয়ে গেছে সেই কখন! যে মেয়েটিকে প্লে দেখতে বসিয়ে দিয়েছেন—বাড়ি যাচ্ছি—দেখি, সে এখনও বসেই আছে।

কৃতান্ত॥ ও! এই দেখ! একেবারে ভুলে গেছি! আচ্ছা, তাকে তোমাদের সঙ্গে বাসাবাড়িতে নিয়ে যাও। (বগলা

যাইতেছিল) না—না, বাসাবাড়িতে তো তাণ্ডব! তাকে এখানেই নিয়ে এস।

বগলা ॥ (দরজা পর্যন্ত যাইয়া) নিয়ে আসব কী, বাবু? সে তো এসেছে! এই তো দাঁড়িয়ে। এস বাছা…

একটি তরুণী সাজঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণী সুদর্শনা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না। আসিয়াই সে ম্যানেজারকে নমস্কার করিল। কৃতান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতি নমস্কার করিলেন এবং একটি চেয়ার আগাইয়া দিলেন। বগলা চলিয়া গেল।

কৃতান্ত ॥ বসুন।

মেয়েটি চেয়ারে বসিল

কৃতান্ত ॥ আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। থিয়েটারের যা ঝামেলা—মাথা ঠিক রাখা দায়। তা আপনি এর আগে থিয়েটারে পার্ট-টার্ট করেছেন তো?

তরুণী ॥ না।

কৃতান্ত ॥ না? খুব ভাল—খুব ভাল। এইটেই আমি চেয়ে-ছিলাম। মানে—ইচ্ছামত গড়ে নেওয়া যায়। তা নাচ-গান একটু আসে তো?

তরুণী ॥ গানের চর্চা একটু-আধটু আছে।

কৃতান্ত ॥ বাস্—বাস্। গলাটা চাই। নাচ আমরা ম্যানেজ করে নেব। পা দু'খানা তো আছে! তা হলেই হল। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কী জানেন?—চেহারা। জানেন তো কথায় বলে—'আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী'। সেদিক

দিয়ে দেখতে গেলে, বলব, আপনার যদি কিছু থেকে থাকে, সে হচ্ছে—চেহারা! আর চাই কী, বলুন!

তরুণী নতমুখে নিরুত্তর রহিল

কৃতান্ত ॥ আর, হ্যাঁ। মাইনের কথাটা পাকাপাকি হওয়াই ভাল। অন্য কোন থিয়েটারে গেলে—কেউ বলত একশো, কেউ বলত দু'শো! পেতেন যা—মা গঙ্গাই জানেন। আমার এখানে সেসব নেই। (এ দোকানে জাল-জোচ্চুরি পাবেন না।) বাড়িয়ে কিছু বলব না—যা দিতে পারব—বলব। যখন দিতে পারব না—তাও বলব। তা, মাসে আমি আপনাকে……পঞ্চাশ টাকা করেই দেব। রাজি তো?

তরুণী ॥ বেশ, তাই হবে।

কৃতান্ত ॥ কলকাতার থিয়েটারের বাজার তো জানেন? যেমন আয়—তেমনি ব্যয়। মাস গেলে যে শূন্য—সেই শূন্য। তাই আমরা এখন মফস্বলে প্লে করে বেড়াচ্ছি। জমিদার-মহাজনদের বাড়ি বায়না হয়—আদরযত্নও আছে। সে দেখবেন'খন। ও, হ্যাঁ, আপনার নামটিই তো জানা হয় নি।

তরুণী ॥ আমার যা নাম—সে-নাম থিয়েটারে চলবে না। আপনি নতুন একটা নাম দিন।

কৃতান্ত ॥ ও!…তা…হ্যাঁ…তা…এসব আজকাল হচ্ছে বইকি—খুবই হচ্ছে—মানে, আখছারই হচ্ছে! তাতে আর কী!

তা, আমায়ই যদি নাম দিতে বলেন, তবে আপনাকে দেখে, একটি নামই আমার মনে হচ্ছে।…আচ্ছা, উঠে একটু দাঁড়ান তো। (তরুণী সংকুচিতা হইল) না—না, থিয়েটার করতে এসে আবার লজ্জা কী! (তরুণী দাঁড়াইল) আমার দিকে তাকান। (তরুণী সংকোচভরে তাকাইল) হ্যাঁ, আপনার নাম দিচ্ছি 'প্রতিমা'।

তরুণী ॥ বেশ, ওই নামেই ডাকবেন। (বসিল)

কৃতান্ত ॥ নিজের নামটাই যখন বলতে চাইলেন না, তখন অন্য কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল—কী বলেন, প্রতিমা দেবী? অবিশ্যি—আমি বুঝে নিয়েছি।

প্রতিমা ॥ আপনি ঠিকই বুঝেছেন। কোন কারণে আমি আমার সত্যিকার পরিচয় দিতে চাই না। পেড়াপিড়ি করলে, যে-পরিচয় দেব, তা সত্যি হবে না। আশা করি এতে আপনাদের এখানে কাজে কোন বাধা হবে না।

কৃতান্ত ॥ বিলক্ষণ। আমাদের হচ্ছে কাজ নিয়ে কথা। এটা থিয়েটার—থানা তো নয়।

হন্তদন্ত হইয়া মণিমোহনের প্রবেশ

মণিমোহন ॥ স্যর, শীগ্গির আসুন, চামেলী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে!

কৃতান্ত ॥ কী বিপদ! তা যাচ্ছি। শোন, মণিমোহন, ইনি আমাদের নতুন অ্যাকট্রেস্—প্রতিমা দেবী। তুমি এঁকে বাসাবাড়িতে নিয়ে এস। আমি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি।

কৃতান্ত ব্যস্তসমস্তভাবে বাহির হইয়া গেলেন

মণিমোহন॥ আসুন আমার সঙ্গে। (প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি!

প্রতিমা পাষাণপ্রতিমাবৎ নিশ্চল-নীরব রহিল

আমার স্ত্রী হয়ে তুমি এখানে! অ্যাকট্রেস্ হতে এসেছ! অভিনেত্রী হয়েছ! ভাত-কাপড়ের অভাবে গলায় দড়ি দেবে লিখেছিলে—তাই বুঝি ভাল ছিল, কৃষ্ণা, তাই বুঝি ভাল ছিল!

প্রতিমা॥ হ্যাঁ—একে আত্মহত্যা বলতে পার···আত্মহত্যাই করেছি।···তোমার জীবনে আমি মরে গেছি···আমার জীবনে তুমিও নেই। দাবিদাওয়া সব চুকে গেছে।

মণিমোহন॥ কৃষ্ণা—কৃষ্ণা···

প্রতিমা॥ কে কৃষ্ণা? আমি তোমাকে চিনি না।

প্রতিমার দ্রুত প্রস্থান। মণিমোহন বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তৃতীয় দৃশ্য

'কলাবতী থিয়েটার পার্টি' কর্তৃক 'কলঙ্কভঞ্জন'-অভিনয় হইতেছে।

দৃশ্য : আয়ানের গৃহপ্রাঙ্গণ

আয়ান ॥ (প্রবেশপথ হইতে রাধিকাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিলেন) রাধা! রাধা! রাধিকে! (একটু থামিয়া) বাড়িতে কি কেউ নেই গো?

গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং পরমুহূর্তেই
বাহির হইয়া আসিলেন

ঘরেও তো নেই! গেল কোথায়? কুটিলে! কুটিলে!

কুটিলার প্রবেশ

কুটিলা ॥ কী, দাদা?

আয়ান ॥ তোদের বউ কোথায়? রাধা?

কুটিলা ॥ বউ? (জটিলার উদ্দেশে) মা, মা! শীগ্‌গির এস, মা! দাদার কথার জবাব দিয়ে যাও।

জটিলার প্রবেশ

জটিলা ॥ কী কথা রে, আয়ান?

কুটিলা ॥ দাদা জিজ্ঞেস করছে, বউ কোথায়—ঘরের বউ ঘরে নেই কেন? তুমি শাশুড়ীঠাকরুন—কী জবাব দেবে, দাও!

জটিলা ॥ সে পোড়ারমুখীর কথা আমায় আর জিজ্ঞেস কোরো না, বাবা।

আয়ান ॥ কেন, মা? বউ হয়তো জল আনতে গেছে—কিংবা গেছে অন্য কোন কাজে। তোমরা তা জান কি-না—তাই জিজ্ঞেস করছি।

কুটিলা ॥ তা জিজ্ঞেস করতে হয়—আমাদের জিজ্ঞেস কোরো না—জিজ্ঞেস কর পাড়াপড়শীকে।

আয়ান ॥ বউ তোমাদের, আর জিজ্ঞেস করব পাড়ার লোকদের!

কুটিলা ॥ আমি বলিনি, মা, ঘুরে-ফিরে দাদা আমাদেরই দোষ দেখবে। গেরস্তঘরের বউ হয়ে—কুঞ্জে-নিকুঞ্জে একটা রাখাল নিয়ে এত ঢলাঢলি! পাড়ায় টিটি পড়ে গেছে! মায়ে-ঝিয়ে আর মুখ দেখাতে পারি না। দোষ আমাদের! ঘরে বউ থাকে না—দোষ আমাদের!

জটিলা ॥ কুলের বউ—কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে—ঘাটে-ঘাটে—মাঠে-মাঠে—পথে-ঘাটে—সেই কেলে ছোঁড়ার সঙ্গে গলাগলি-ঢলাঢলি! কত গালাগালি দিয়েছি—পারি নি, বাপু, ঠ্যাকাতে। তোমাকেও, বাবা, কত বলেছি—তুমিও তো, বাবা, হেসে উড়িয়ে দিয়েছ। এখন 'বউ বউ' বলে চ্যাচালে কী হবে!

কুটিলা ॥ তোমার বউ—তুমি যদি শাসন না কর—গেল, দাদা, সব গেল—কুল-মান সব গেল।

আয়ান ॥ আর বিষ ঢালিস নে, কুটিলে। অত বড় রাজার মেয়ে—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এসেছে আমার ঘরে বধূ হয়ে। বংশ আমাদের ধন্য হয়েছে—আমার ঘর হয়েছে আলো। কতবার বলেছি, সামান্যা নারী সে নয়। কোথায় তাকে তোরা মাথায় করে রাখবি—তা নয়, হিংসায় জলে-পুড়ে—তারই কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছিস! (মায়ের দিকে চাহিয়া) তোমাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে না পেরে অভাগিনী হয়তো যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেই গেছে!

কুটিলা ॥ নাও, মা, হল তো! আর দেখছ কী? ডাইনী বউ তোমার—দাদাকে ভেড়া বানিয়েছে। চল, মা, চল

জলের কলসি কাঁখে লইয়া রাধিকার প্রবেশ

কুটিলা ॥ নাও, দাদা, উনি এসেছেন! কালাচাঁদের বাঁশী শুনলেই, জল আনবার ছল করে, কলসি কাঁখে যমুনায় জল আনতে যাওয়া হয়! দেখছ তো! দেখ! চোখ সার্থক কর, দাদা।

জটিলা ॥ যমুনায় ডুবে মরবে! ডুবে মরলে আর কুল মজাবে কে!…আয়, কুটিলা।

কুটিলা সহ জটিলার প্রস্থান। রাধিকা কলসিটি নামাইয়া রাখিল এবং আয়ানের মুখের দিকে তাকাইল

আয়ান ॥ আমি বিশ্বাস করি না—তোমার কোন কলঙ্ক আমি বিশ্বাস করি না, রাধা।

রাধিকা॥ কিন্তু এ কথা তো মিথ্যা নয়—কৃষ্ণের বাঁশী শুনে মন আমার উতলা হয়ে ওঠে—গৃহকাজে মন দিতে পারি না আমি—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি তাঁর সেই বাঁশীর ডাকে—যমুনার কূলে গিয়ে তাঁকে দেখি—

আয়ান॥ (উচ্চহাস্যে) আরে—কৃষ্ণ! সে তো আমার ভাগনে। সেদিনকার ছোক্‌রা—কিন্তু সত্যি ভাল বাঁশী বাজায়। আমারও শুনতে সাধ হয় ওর বাঁশী। কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।...বাঁশী শুনবে, তাতেও কলঙ্ক! কি নির্যাতনই না তুমি সইছ, রাধা। কিন্তু তুমি জেনো, রাধা—তোমাকে আর সবাই ভুল বুঝলেও, আমি ভুল বুঝি নি। আমি জানি—তুমি মহাসতী। আচ্ছা, আমি আসি, রাধা। এবার যখন কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, বোলো—আমিও তার বাঁশী শুনতে ভালবাসি। একদিন ধরে এনো তাকে। সে আমার পর নয়—সে আমার পরম আত্মীয়। তাকে আদর কোরো—যত্ন কোরো—ভালবেসো।

আয়ানের প্রস্থান। পরক্ষণেই অন্যদিক দিয়া কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ॥ (মৃদু হাসিয়া) আমি পরমাত্মীয়—আমাকে আদর কোরো—যত্ন কোরো—ভালবেসো—

রাধিকা॥ কিন্তু তাতে আমার কলঙ্ক। স্বামী আমার মহাপুরুষ, তাঁর কাছে কলঙ্ক না হতে পারে; কিন্তু আমার শাশুড়ী, আমার ননদী, আমার পাড়াপড়শী—তারা জানে না, তারা

বোঝে না যে, তুমি আমার স্বামীরও স্বামী—জগতের স্বামী। তাই তারা কলঙ্ক দেয়। কিন্তু, হে হৃদয়বল্লভ, হে জগৎস্বামী, তোমার সেবা করে—তোমার পূজা করে—সত্যিই কি আমি কলঙ্কিনী ?

কৃষ্ণের পদ ধারণ করিয়া

তুমি বল—তুমি বল···

কৃষ্ণ ॥ ওঠ, রাধা। শুধু আমি কেন—ত্রিজগৎ বলবে—তুমি সতী—তুমি মহাসতী। ওঠ—ওঠ, সখী।

কিন্তু অকস্মাৎ শূলবেদনায় আক্রান্ত হওয়ায় রাধিকা-বেশা চামেলী উঠিতে পারিল না—'কলিক্'এর যন্ত্রণায় কাতরাইয়া বলিতে লাগিল

রাধিকাবেশা চামেলী ॥ উঠতে পারছি না—আমি উঠতে পারছি না—আঃআঃ। আমার শূলের ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে··· আঃ···শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকুন ··আঃ···

যন্ত্রণায় কুঁকড়াইয়া পড়িল

কৃষ্ণবেশী মণিমোহন ॥ এইরেঃ ! (উইংসের দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে) ডাক্তার—ডাক্তার।···ম্যানেজারবাবুকে ডেকে দাও। সিন্ ফেল। সিন্ ফেল—

বহি হাতে প্রম্প্‌টারের প্রবেশ ও বাঁশী বাজাইয়া সিন্ ফেলিবার নির্দেশ। যবনিকা পড়িয়া গেল। ম্যানেজার কৃতান্ত বসুর গলা শোনা গেল

"এই—তোমরা এস—ওকে তুলে নিয়ে যাও। চামেলী—চামেলী, ভয় নেই, আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।

ব্যস্তভাবে সকলের যাওয়া-আসার শব্দ ও চাপা গুঞ্জন শোনা যাইতে লাগিল।

প্রেক্ষাগৃহে দর্শকগণের মধ্যে কোলাহল উঠিল

কৃতান্ত চিৎকার করিয়া বলিলেন "সিন তোল—সিন তোল।" যবনিকা উঠিল। দর্শকদের উদ্দেশে করজোড়ে কৃতান্ত বসু বলিতে লাগিলেন—

কৃতান্ত ॥ থামুন। থামুন। আপনারা দয়া করে বসুন। শুনুন। শুনুন। আমি এই 'কলাবতী থিয়েটার'এর ম্যানেজার শ্রীকৃতান্ত বোস। দয়া করে আমার নিবেদন শুনুন। রাধিকার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন, কিছুদিন থেকে তিনি শূলবেদনায় মানে, 'কলিক্ পেন্'এ ভুগছেন। আপনারা জানেন, 'কলিক্ পেন্'এর সময়-অসময় নেই—যখন আসে, তখন কোন বাধা মানে না সে। নাটকের এক চরম মুহূর্তে, এই দুরন্ত রোগের আকস্মিক আক্রমণে শ্রীমতী চামেলী দেবী শয্যাগত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাই বলে প্লে আমাদের বন্ধ থাকবে না। আমাদের আর-একটি অভিনেত্রী—শ্রীমতী প্রতিমা দেবী—রাধিকার অসম্পূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর অভিনয় দেখেও আপনারা মুগ্ধ হবেন। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর 'কলিক্ পেন্' নেই।…অনুগ্রহ করে আপনারা দু মিনিট—শুধু দুটি মিনিট অপেক্ষা করুন। (শিফ্‌টারের উদ্দেশ্যে) ফ্যাল—ফ্যাল, সিন্ ফ্যাল।

যবনিকা পড়িল। প্রেক্ষাগৃহ নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরেই আবার যবনিকা উঠিল

পূর্ববর্ণিত দৃশ্য : আয়ানের গৃহপ্রাঙ্গণ। রাধিকাবেশা প্রতিমা
গৃহকার্য করিতে করিতে গাহিতেছে—

গান

"কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই,
সকল লোকের ঠাঁই,
কানাকানি শুনি এই কথা॥
সই, লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা-সিনানে যাই,
আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা-পানে।
যথা তথা বসে থাকি,
বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়ে থাকি কানে॥"

গান-শেষে রাধিকা কলসি কাঁখে লইয়া যমুনার জল আনিতে যাইবে—
এমন সময় ছুটিয়া বিশাখার প্রবেশ

বিশাখা॥ রাই—রাই, সর্বনাশ! কানাই বুঝি আর বাঁচে না! কী এক কাল ব্যাধিতে অচেতন হয়ে পড়েছে! মা যশোদা কেঁদে কেঁদে ধুলোয় লুটোচ্ছেন। নন্দ ঘোষ পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন—

রাধিকা ॥ সে কী—সে কী বিশাখা! এই তো কিছু আগেও সে এইখানেই ছিল!

বিশাখা ॥ তা জানি না। দেখবে তো এস। কত বৈদ্য—কত চিকিৎসক এল—গেল, কেউ ভাল করতে পারছে না। শীগ্‌গির এস সখী, এতক্ষণে বোধহয় কৃষ্ণ নাই!

রাধিকা ॥ কৃষ্ণ নাই! কৃষ্ণ নাই!

গান

"কৃষ্ণ নাই! কৃষ্ণ নাই!
কে বলে, সখী, কৃষ্ণ নাই?
আমার পরানে বাঁধা আছে সে যে,
কে বলে সখী কৃষ্ণ নাই?
তমাল-কদম-শ্যামপল্লবে
গোপীবল্লভে দেখিতে পাই।
কে বলে, সখী কৃষ্ণ নাই?"

গাহিতে গাহিতে বিশাখার সহিত রাধিকার প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

নন্দালয়। যশোদার ক্রোড়ে অচৈতন্ত কৃষ্ণ। নন্দরাজ, আত্মীয়-স্বজন
এবং গোপিনীগণ উৎকণ্ঠিতভাবে রহিয়াছেন।
হরি বৈদ্য রোগীর নিকটে উপবিষ্ট।

যশোদা ॥ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! গোপাল আমার! চোখ মেল্—কথা বল্। মা বলে আমায় একটিবার ডাক্, বাবা।

নন্দরাজ ॥ বৈদ্যরাজ, গোপালকে কি আমরা তবে সত্যসত্যই হারালাম!

হরি বৈদ্য ॥ কেন হারাবেন, নন্দরাজ?

নন্দরাজ ॥ আপনি বলেছেন—কোনো সতী ছিদ্রকুম্ভে বারি এনে গোপালের চোখমুখে সিঞ্চন করলেই গোপাল আমার সুস্থ হবে। কিন্তু কেউই তো তা পারছে না, বৈদ্যরাজ! কী হবে, বৈদ্যরাজ!

হরি বৈদ্য ॥ মহাসতীর পক্ষেই—একমাত্র মহাসতী কোনো নারীর পক্ষেই—ছিদ্রকুম্ভে বারি-আনয়ন সম্ভব। এত বড় গোকুলে মহাসতী কেউ নেই, একি হতে পারে নন্দরাজ?

ছিদ্রকুম্ভ কাঁখে করিয়া কুটিলার প্রবেশ—কলসির বহুছিদ্র দিয়া বহুধারায় ভিতরের জল পড়িয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতা জটিলাও প্রবেশ করিল।

কুটিলা ॥ হ্যাঁঃ, ছ্যাদা কলসি থেকে কখনো জল না পড়ে থাকে?

এতে আবার সতী-অসতীর কথা কী আছে? যেমন বিদ্‌ঘুটে রোগ—তেমনি বিদ্‌ঘুটে কবরেজ! না গা যশোদা, আমি তো পারলাম না। দেখি, এই ব্রজপুরে কে আছে সতী—যে ছ্যাঁদা কলসি করে জল আনতে পারে।

কলসি রাখিল এবং রাগে থম্‌থম্ করিতে করিতে জটিলার নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে নিজের পরনের কাপড়ের ভিজা জায়গাগুলি নিংড়াইয়া লইতে লাগিল।

জটিলা ॥ তুইও পারলি না—আমিও পারলাম না। মরব না—এই দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি এই ব্রজপুরে কে সেই সতী-শিরোমণি—যার আনা ছিদ্রকুম্ভের জলে ওই কালোমাণিক বেঁচে ওঠে!

নন্দ ॥ তা হ'লে—

যশোদা ॥ (উপস্থিত গোপিনীদের প্রতি) ওগো, তোমরা কেউ?

আর কেহ অগ্রসর হইল না

(বৈদ্যরাজকে) তবে! প্রভু, আমি যাই?

হরি বৈদ্য ॥ না—না, বলেছি তো, মা'র আনা জলে হবে না। (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, এখানে শ্রীরাধা বলে কোন রমণী আছেন কি?

নন্দরাজ ॥ আছে—আছে। কেন, বলুন তো?

হরি বৈদ্য ॥ আমি গণনা করে দেখলাম, এই ব্রজপুরে একমাত্র সেই শ্রীরাধাই পরমসতী। তিনি কোথায়—তাঁকে ডাকুন।

এমন সময় রাধার সংগীতস্বর শুনিতে পাওয়া গেল—"কৃষ্ণ নাই" গান গাহিতে গাহিতে তিনি এইদিকেই আসিতেছেন

গোপ-গোপীগণ ॥ (উল্লসিতভাবে) ওই তো! রাধাই তো আসছেন!

"কৃষ্ণ নাই" গান গাহিতে গাহিতে রাধিকার প্রবেশ

যশোদা ॥ এই যে—এই যে, মা আমার এসেছিস! তুই ছাড়া তো আর কেউ আমার গোপালকে বাঁচাতে পারবে না, মা।

হরি বৈদ্য ॥ এঁর নামই কি শ্রীরাধা?

যশোদা ॥ হ্যাঁ, বৈদ্যরাজ।

হরি বৈদ্য ॥ তবে ঠিকই যোগাযোগ হয়েছে। তা হলে, যাও, সতী, ওই ছিদ্রকুম্ভে যমুনা থেকে জল নিয়ে এস। সতী ছাড়া কেউ তা পারবে না। আর সে বারি না হলে—নন্দদুলাল রোগমুক্ত হবে না।

কুটিলা ॥ শুনছ, মা। শেষে বেছে বেছে ওই কুলখাগী আমাদের বউটাকেই সতী ঠাওরাল! ও মা! কী ঘেন্নার কথা—কী লজ্জার কথা!

জটিলা ॥ আরে থাম্ না। দেখ্ না—শেষ পর্যন্ত কী হয়!

হরি বৈদ্য ॥ যাও, সতী, আর বিলম্ব কোরো না। কোন চিন্তা নেই তোমার। চিন্তামণিকে স্মরণ করতে করতে নির্ভয়ে চলে যাও।

রাধিকা ॥ (ছিদ্রকুম্ভ কক্ষে লইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া)

গান

"তব চরণ শরণ করি'
শুভ কাজে যাত্রা করি।
দেখো হরি যেন অরি
হাসে নাকো বৃন্দাবনে॥"

(যমুনার দিকে চলিতে চলিতে)

"কুম্ভে যদি রহে বারি,
ব্রজে পুনঃ আসব ফিরি,
নতুবা, হে কাল-বারি,
ঝাঁপ দিব কাল জীবনে॥"

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

কুটিলা॥ কী কাণ্ড, বল! চিরকাল সতী-নাম কিনে গেলাম আমি আর মা; তা, আজ আমরাই হলাম অসতী! আর হাটে মাঠে ঘাটে যাকে কুলকলঙ্কিনী বলে সবাই ছি-ছি করে—সেই হ'ল কিনা সতী! (মারমুখী হইয়া বৈদ্যকে) তুমি কবরেজ—না আর কিছু! ভণ্ড কোথাকার।

হরি বৈদ্য॥ (স্মিতহাস্যে ক্ষমাপূর্ণ স্বরে) ধনি···

নন্দরাজ॥ (সক্রোধে কুটিলাকে) চুপ করে থাক্, নির্লজ্জা রমণী।

হরি বৈদ্য॥ গান

"ধনি, আমি কেবল নিদানে।
ওগো ব্রজাঙ্গনা, কি কর কৌতুক,

আমারি সৃষ্টি করা 'চতুর্মুখ'।
হরি বৈদ্য আমি, হরিবারে দুখ
বেড়াই এ তিন ভুবনে॥

সংসার-কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য
জনমের তরে তায় করি যে আরোগ্য,
বাসনা-বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈত্তিক
ঘুচাই জীবের এ জীবনে।

দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখি না বিকার,
আমি এ জগতে হই নির্বিকার,
হয়ে হরি বৈদ্য ঘুরি এ সংসার
যে ডাকে যাই তার সন্নিধানে॥"

যশোদা॥ কই, রাধা তো এখনো ফিরে আসে না। এদিকে গোপাল যে ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে আসছে! প্রভু, তবে সেও হয়তো পারল না—সেও পারল না!

নন্দরাজ॥ সে বলে গেছে—
"কুম্ভে যদি রহে বারি
ব্রজে পুনঃ আসব ফিরি;
নতুবা হে কাল-বারি,
ঝাঁপ দিব কাল জীবনে॥"
তবে হয়তো তাকেও আমরা হারালাম,—তাকেও হারালাম!

গোপ-গোপীগণ॥ না—না, ওই তো সে এসেছে।

জলপূর্ণ ছিদ্রকুম্ভ কক্ষে রাধিকার প্রবেশ

রাধিকা ॥ জল আমি এনেছি, মা—জল আমি এনেছি।

ছুটিয়া গিয়া কৃষ্ণের মুখে বারি সিঞ্চন

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! চোখ-চাও, কথা কও।

রাধিকা ও গোপগোপীগণ ॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে ॥"

কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম

হরি বৈদ্য ॥ এই যে, গোপাল চোখ মেলেছে। জয় রাধা! জয় রাধা! জয় রাধা!

(জটিলা ও কুটিলার পলায়ন)

কৃষ্ণ ॥ মা—মা! কোথা তুমি?

যশোদা ॥ এই যে—এই যে, বাবা।

নন্দরাজ ॥ সার্থক, মা, তুমি সতীকুলশিরোমণি রাধা। আর সার্থক তুমি, বৈদ্যরাজ। তোমাদের জন্ত আজ আমি আমার বুকের ধন—নয়নের মণি—নীলমণিকে ফিরে পেয়েছি।

অদূরে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা-পরিপূর্ণ একটি থালা টানিয়া লইলেন এবং বৈদ্যরাজের পায়ের কাছে রাখিলেন

নন্দরাজ ॥ গ্রহণ কর—আমার এই সামান্ত দক্ষিণা।

হরি বৈদ্য ॥ গোপালের জীবন-রক্ষা হয়েছে—মহাসতীর দর্শন

পেয়েছি—এই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, রাজা। আনন্দ কর, উৎসব কর। তোমার এই রত্নরাজি দীন-দুঃখীকে বিতরণ কর।

হরি বৈদ্য প্রস্থান করিলেন

নন্দরাজ॥ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, বৈদ্যরাজ! পরমার্থ যখন ফিরে পেয়েছি—অর্থ আমার তুচ্ছ। আমি আমার ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছি। এস গ্রহণ কর—গ্রহণ কর—

নন্দরাজ ও যশোদার প্রস্থান। কৃষ্ণ রাধিকার যুগলমূর্তি
ঘিরিয়া গোপ-গোপিনীদের গান

গান

"সে কখন আসে কখন যায়
তার পদচিহ্ন নাই।
নাসা থাকে আশা ক'রে
তার গন্ধ নাহি পাই।
দ্বিতীয়ার চন্দ্রখানি দেখে সর্বজন,
প্রতিপদের চন্দ্র, সখী, দেখে কোন্ জন
নক্ষত্র উদয় তার নয় লক্ষ কোটি
নিত্য বৃন্দাবনে দেখ চাঁদের পরিপাটি,
আহা মরি, চাঁদের পরিপাটি॥"

গোপ গোপিনীদের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান। রাধিকাবেশা
প্রতিমা কৃষ্ণবেশী স্বামী মণিমোহনের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে
তাকাইলে মণিমোহনের রাগতভাবে প্রস্থান।
প্রতিমার চোখে সকৌতুক হাসি।

প্রথম দৃশ্য

সাজঘরের সম্মুখভাগ। ভোলাকে ডাকিতে ডাকিতে রূপলালের প্রবেশ

রূপলাল ॥ (উচ্চকণ্ঠে) ভোলা! এই ভোলা!

ভোলা ॥ (নেপথ্যে উচ্চস্বরে সাড়া দিল) যাই, বাবু—

রূপলাল ॥ প্লে ভেঙে গেল, এখনো চা আনলি না?

একটা বড় কেটলিতে চা লইয়া ভোলার প্রবেশ

ভোলা ॥ অত চ্যাঁচাচ্ছেন কেন? এই তো চা এনেছি।

রূপলাল ॥ মাথা কিনেছ! প্লে ভেঙে গেল, এখন আন্‌লি চা! একটু আরাম করে যে খাব, তার জো নেই। একটু আগে আনতে কী হয়েছিল? এখন কর্তাদের পোশাক খুলব, না, চা খাব? নিয়ে যা তোর চা।

ভোলা। শুধু শুধু রাগ করছেন কেন? আর এক কাপ্ পেলেই তো হল? তা পাঁবেন। চায়ের ওপর রাগ করতে নেই। নিন—নিন, ধরুন।

রূপলালের হাতে একটি খালি পেয়ালা দিল

রূপলাল ॥ দু' পেয়ালা চাই বলেই তো এক পেয়ালার ওপর রাগ। দু' পেয়ালা দিবি তো?

ভোলা ॥ দিতেই হবে। বলেছি যখন, কেন দেব না? আপনি

খান-না। তা সে-পেয়ালাটা—সেই দু' নম্বর পেয়ালাটা কাকে দেব ?

রূপলাল। নে, বাবা, একটা বিড়ি নে। (বিড়ি দিয়া, নিম্নস্বরে) সেটা দিবি কাবেরী বিবিকে—কুটিলা ; বল্‌বি, আমি পাঠিয়েছি।

ভোলা। কিন্তু, দেখুন, এত ডবল পেয়ালা চা আমি কী করে ম্যানেজ করি বলুন তো ? আপনি বলছেন কাবেরী বিবি, নেত্যলালবাবু বলে রেখেছেন শেফালী বিবি, কিন্তু আমি কী করি, বলুন তো ? আমি তো আর গাঁটের পয়সা খরচ করে দেব না।

রূপলাল॥ থাক, বাবা, তোকে আর অত কৈফিয়ত দিতে হবে না, এই নে (পয়সা দিল)। হ্যাঁ, আর শোন্, কর্তার ঘরে তামাক দিতে ভুলিস নি যেন।

ভোলা॥ সেজে রেখেছি। (প্রস্থানোদ্যত)

রূপলাল॥ এই ভোলা, চা'টা দিয়ে যা।

ভোলা॥ (ফিরিয়া) ও! ভুলে গিয়েছিলাম।

রূপলাল॥ দেখিস, বাবা, পয়সা নিয়ে দোসরা পেয়ালাটা দিতে যেন ভুলিস নি। কাবেরীবিবিকে আমার নাম করে চা'টা দিস।

ভোলা॥ দেব। তা হলে কাবেরীবিবির চা হ'ল আজ তিন পেয়ালা।

রূপলাল॥ তিন পেয়ালা! বলিস কী!

ভোলা॥ হ্যাঁ। শুধু তো আপনার নয়—পঞ্চাননবাবু দিয়েছেন, হারাধনবাবু দিয়েছেন, আর তিন নম্বর হলেন আপনি।

রূপলালের হাতের কাপ্‌-এ চা ঢালিয়া দিল

রূপলাল ॥ অ্যাঁ! বলিস্‌ কী!

ভোলা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন কোথায়! হ্যাঁঃ!

ভোলার প্রস্থান

রূপলাল ॥ ওরে বাবা! এদের চেনা দায়! তা দেব-দেবতারাই ফেল পড়েছেন, আমি তো কোন্‌ ছার! (চা্‌এ চুমুক দিয়া বিকৃত মুখে) এই ভোলা! এই শালা—ব্যাটাচ্ছেলে! চাএ চিনি দিস নি! ভোলা—এই ভোলা!……চিনির পয়সাটা পর্যন্ত মারবে! ব্যাটাকে আজ মেরেই ফেলব!

ভোলার পশ্চাদ্ধাবন

ষষ্ঠ দৃশ্য

ম্যানেজার কৃতান্ত বসুর সাজঘর। অভিনয় শেষ হওয়ার পর লোকজনের গোলমাল ভাসিয়া আসিতেছে। রূপলালকে ডাকিতে ডাকিতে কৃতান্ত বসু প্রতিমা দেবীকে লইয়া প্রবেশ করিলেন

কৃতান্ত ॥ মেরে দিয়েছি! কেল্লা ফতে! রূপলাল! রূপলাল!

রূপলাল ॥ (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই, স্যর!

রূপলালের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ বুঝলে, রূপলাল, তোমাদের প্রতিমা দেবী—রাধিকার পার্ট্‌টা আজ একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছে। (প্রতিমাকে) বস—বস তুমি।

প্রতিমা একটি চেয়ারে বসিল

কৃতান্ত ॥ খুব 'টায়ার্ড' মনে হচ্ছে বুঝি?

তামাক লইয়া ভোলার প্রবেশ

তামাক রাখ্। (চোখের ইঙ্গিতে প্রতিমাকে দেখাইয়া) আগে চা এনে দে।

প্রতিমা ॥ না—না, আমি চা খাব না।

কৃতান্ত ॥ তবে শরবত আন্—যা—যা। আচ্ছা, শোন্—শোন্। কচি দেখে একটা ডাব। না—না, দাঁড়া। সন্দেশ—ভাল সন্দেশ নিয়ে আয়।

আদেশ-মাফিক ভোলার ক্রমাগত ছুটাছুটি

প্রতিমা ॥ না—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। এসব কিছু লাগবে না আমার।

ভোলা ॥ দিদিমণির যা লাগবে—আমার জানা আছে। আমি তৈরি রেখেছি, দিদিমণি। ঘরে এলেই পাবেন।

কৃতান্ত ॥ আরে, হতভাগা, সে দুর্লভ বস্তুটা কী—আমাকে বল্‌-না! আমাকে বল্‌-না, গোপাল!

প্রতিমা ॥ (হাসিয়া) এক পেয়ালা গরম দুধ—যা আপনারা কেউ খান না।

ভোলার প্রস্থান

কৃতান্ত ॥ ভাল—ভাল অভ্যেস। সবাইকে তো বলি,—চা না বিষ—খেয়ো না, বাজে খরচগুলো বেঁচে যায়। কে শুনছে! যাক্, যে জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি—শোন। রাধিকার এ পার্ট এখন থেকে তোমাকেই করতে হবে।

প্রতিমা ॥ কেন? চামেলী দেবী? 'কলিক্ পেন্'—সে আজই সেরে যাবে।

কৃতান্ত ॥ না—না, ওসব ঝুঁকি আর আমি নেব না। আর, তা ছাড়া, তার চেয়ে তোমার ঢের—ঢের ভাল হয়েছে, প্রতিমা।

প্রতিমা ॥ হঠাৎ এত বড় পার্টে নামতে হ'ল! আমার ভয় করছিল।

কৃতান্ত ॥ ভয়! কৃতান্ত বোস থাকতে ভয়! কে তোমাকে তৈরি করেছে—ভুলো না, প্রতিমা। এই হাত দিয়ে কত

মেয়ে বেরিয়ে গেছে—আজ যারা সব নামকরা ফিল্মস্টার! কিন্তু জানই তো, 'কাজের বেলা কাজী—কাজ ফুরোলে পাজি।' এখন তারা আর আমায় চিনতে পারে না! বলা যায় না—তুমিও হয়তো একদিন পারবে না।

প্রতিমা ॥ না, আপনার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। সত্যি বলুন—আমার পার্ট-বলা ঠিক হয়েছে?

কৃতান্ত ॥ ঠিক হয়েছে মানে? এক-এক সময়, মনে হচ্ছিল, তুমি যেন আমার প্রতিমা নও—সাক্ষাৎ রাধিকা।

নেপথ্যে নন্দ বেশী আনন্দ ঘোষালের গলা শোনা গেল,

"একবার আসব, কৃতান্ত?"

কৃতান্ত ॥ দাদু? আসুন—আসুন, দাদু।

আনন্দ ঘোষালের প্রবেশ

প্রতিমাকে বলছিলাম, এসব লাইনে 'শাইন্' করতে হলে খাটতে হবে। সাধনা করলে তবে সিদ্ধি। আচ্ছা তুমি গিয়ে মেক-আপ্ তোল। আমি ডাকব'খন।·····বসুন, দাদু।

প্রতিমা চলিয়া গেল

আনন্দ ॥ না, ভায়া, বসব না। বিপদ দেখ! কলকাতা থেকে আমার বড়ছেলে মধু এসে উপস্থিত।

কৃতান্ত ॥ এখানে?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ—এই যে। (দরজার দিকে চাহিয়া) এস, মধু, এস।

মধু আসিয়া কৃতান্তকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল

কৃতান্ত ॥ কী, মধু, ব্যাপার কী ? সব ভাল তো ?

মধু ॥ না, স্যর, ভাল আর কই ! জানেন তো, আমার ছোট ভাইটা ক'বছর থেকেই 'টি-বি'তে ভুগছে। আর বুঝি তাকে ধরে রাখতে পারি না।

কৃতান্ত ॥ কেন—কেন ? সে তো হাসপাতালে আছে।

মধু ॥ তা আছে বটে। কিন্তু, খরচা তো জানেন ? সে খরচা আর চালানো যাচ্ছে না।

কৃতান্ত ॥ তা, 'টি-বি-পেশেণ্ট' মানেই তো হাতি-পোষা। বাড়িতে আনলে তো সে আরো বিপদ।

আনন্দ ॥ না—না, ওকে হাসপাতালেই রাখতে হবে। আমি আজ ক'মাস টাকাকড়ি কিছু পাঠাতে পারি নি—তাই হয়েছে বিপদ। হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে নোটিস দিয়েছে। ও বাঁচবে না, জানি, তবু যদ্দিন আমরা বেঁচে আছি—দেখতে হবে তো, ভায়া !

কৃতান্ত ॥ তা তো বটেই—তা তো বটেই। তা···দাদু···আপনি তো থিয়েটারের অবস্থা সবই জানেন। এ থিয়েটারের জন্মদাতাই আপনি। কলকাতায় ছ'মাস স্রেফ্ হাওয়া খেয়ে সব বসেছিলাম—ছ'মাস পর চণ্ডীপুরে প্রথম বায়না হ'ল ; তারপর বায়না হয়েছে এই নন্দীগ্রামে। এই ছ'মাস বসে থাকার ধাক্কা সামলাতে আমার তো নাভিশ্বাস উঠেছে। এ থিয়েটারের আছে কী ? খালি দেনা আর দেনা !

মধু ॥ বাবার তিন মাসের মাইনে বাকি ; সে-টাকাটা আজ

পেলে, এ ধাক্কাটা সামলাতে পারি। নিতান্ত ঠ্যাকায় পড়েই আমি চলে এসেছি এই অজ পাড়াগাঁয়ে। কাল দশটার মধ্যে আমাকে ফিরে গিয়ে হাসপাতালে টাকা জমা দিতে হবে, তারপর নিজের আফিস করতে হবে।

কৃতান্ত। তবে তো তোমাকে এই রাত সাড়ে-দশটার ট্রেন ধরতে হবে। আর তা যদি হয়, মধু, তবে তোমাকে খোলাখুলিই বলে দিচ্ছি, টাকা পাবার বিশেষ কোন আশা নেই। তোমার একুল-ওকুল—দু'কুল যায় এ আমি চাই না।

মধু॥ (রুক্ষস্বরে) তা হলে—

কৃতান্ত॥ না মধু, কোন আশাই তো দেখছি না।

মধু॥ (ক্রুদ্ধ হইয়া) বাবা, খুলে ফেল—খুলে ফেল এসব সাজ-পোশাক—এখনই খুলে ফেল। রাজা! রাজা সেজেছ! দু'হাতে সোনার হরিরলুট দিচ্ছ! আর এদিকে নিজের ছেলেকে টাকার অভাবে হাসপাতাল থেকে বাইরে টেনে ফেলে দিচ্ছে! খুলে ফেল এইসব সঙের সাজ। এর চেয়ে রাস্তায় কুলিগিরি করে খাবে—তাও ভাল। চল।

কৃতান্ত॥ হঠাৎ ক্ষেপে গেলে যে! সত্যি কথা বলার দোষই এই।

মধু॥ থামুন, মশাই, আপনি। সত্যি কথা যা বলেন—তা আমি জানি। পাওনা টাকা আজ দেব—কাল দেব করে, খুব খেলাটাই খেলছেন আজ ছ'মাস ধরে। বুড়ো ভাল-মানুষ পেয়েছেন, তাই বেঁচে গেছেন। আমি হলে দেখিয়ে দিতাম!

আনন্দ ॥ (বজ্রনির্ঘোষ-কণ্ঠে) মধু! মুখ সামলে কথা বল। হাজার হলেও উনি আজ আমার মনিব। একদিন আমি এ থিয়েটারের মালিক ছিলাম বটে, কিন্তু আজ মালিক উনি। থিয়েটার তোমরা চালাও নি, তাই জান না—কী কষ্টে, কত অসুবিধার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে থিয়েটার চলে। ওঁর একটি কথাও মিথ্যে নয়। পারলে উনি কেন দেবেন না। একটা কথা জানবে, মধু, যাঁরা থিয়েটারে আছেন—তাঁদের দয়া, মায়া, মমতা, অনুভূতি তোমাদের চেয়ে কম নয়। আমার এত বড় বিপদ জেনেও যখন টাকা দিচ্ছেন না, তখন সত্যিই ওঁর নেই।

কৃতান্ত ॥ জমিদারের ম্যানেজার একবার দেখা করে যাবেন বলেছেন। ট্রেনের এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। দাদু, আপনার ঘরে ওকে নিয়ে বসান। দেখি যদি কিছু পাই।

আনন্দ ॥ দেখ, ভাই, দেখ! এস মধু।

মধুকে লইয়া প্রস্থান

রূপলাল ॥ স্যর, একটা কথা বলব?

কৃতান্ত ॥ তোমার আবার কী কথা? টাকা চাই বুঝি!

রূপলাল ॥ না, স্যর। আমি বলছিলাম কি—ওই মধুবাবুকে থিয়েটারে নিয়ে নিন, স্যর। ওঁকে দিয়ে চমৎকার পার্ট হবে। চমৎকার বলছিলেন! কী ফিলিং!

কৃতান্ত ॥ ফিলিং! ওকে নিয়ে নিন! আমার গলায় পা দিয়ে ...াইনের টাকা আদায় করবে! তোমরা তো তাই চাও।

নেপথ্যে জমিদারের সহকারী-ম্যানেজার গোবিন্দ ঘোষের
গলা শোনা গেল—"আসতে পারি, স্যর?"

কৃতান্ত ॥ কে?

গোবিন্দ ॥ (নেপথ্যে) আজ্ঞে, ম্যানেজারবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।

গোবিন্দ ঘোষের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ আসুন—আসুন। গোবিন্দবাবু যে! কিন্তু চিন্তাহরণ-বাবুরই তো আসবার কথা ছিল।

গোবিন্দ ॥ চিন্তাহরণবাবু! তিনি কে?

কৃতান্ত ॥ কেন, আপনাদের ম্যানেজার।

গোবিন্দ ॥ ও! আপনি বিপদবারণবাবুর কথা বলছেন?

কৃতান্ত ॥ ওই হল। বিপদবারণ হলেই চিন্তাহরণ হয়। তা তিনি এলেন না যে?

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে, জমিদারবাবু তাঁকে কী জরুরি কাজে সঙ্গে ডেকে নিয়ে গেলেন। তাই, ম্যানেজারবাবু আসতে না পেরে, আমায় পাঠালেন।

কৃতান্ত ॥ (মাথা চুলকাইয়া) টাকাকড়ি কিছু······

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে না। টাকাকড়ি কিছু দিয়ে পাঠান নি। কাল সকালে ম্যানেজারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন—সে কথা বলতেই আমায় পাঠালেন। আর জানাতে বললেন

—আপনাদের প্লে জমিদারবাবুর ভালই লেগেছে। বিশেষ করে ভাল লেগেছে আপনাদের নতুন রাধিকার পার্ট। সে, মশাই, আমরাও বলি। আপনাদের আরো তিন রাত্রি বায়না হবে—এ কথাও হচ্ছিল। কিন্তু, তার মধ্যে আবার একটা 'কিন্তু' আছে।

কৃতান্ত॥ আবার 'কিন্তু' কী, মশাই ?

গোবিন্দ॥ ম্যানেজারবাবুর পছন্দ হচ্ছে না আপনাদের নন্দ ঘোষ, আর জমিদারবাবুর পছন্দ হচ্ছে না আপনাদের ওই কেষ্ট। সে-কথা, মশাই, আমরাও বলি। নতুন রাধিকার পাশে আপনাদের ওই কেষ্ট—এত আড়ষ্ট যে, একেবারে অচল। আর ওই নন্দ ঘোষ! ও রকম অ্যাক্‌টিং চলত সেই মান্ধাতার আমলে—যাত্রায়। ওকে এখন পেন্‌শন দিন।

কৃতান্ত॥ পেন্‌শন অবশ্য উনি পেতেই পারেন। এ-থিয়েটারের জন্মদাতাই উনি। কলকাতায় এক কালে কী নামডাকই না ছিল ওঁর। এক সময়ে আনন্দ ঘোষাল বলতে সকলে অজ্ঞান হত।

গোবিন্দ॥ তা, অজ্ঞান এখনও হচ্ছে। সজ্ঞানে ওঁর প্লে দেখা চলে না। থাক্‌গে, সে আপনারা বুঝবেন। আমরা যা বুঝি, তাতে দেখবার মতো—মনে রাখবার মতো অভিনয় করেছেন আপনি আর ওই নতুন রাধিকা। এ যেন মণি-কাঞ্চন, যোগ। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

গোবিন্দ ঘোষের প্রস্থান

রূপলাল ॥ একটা কথা বলব, স্যর ?

কৃতান্ত ॥ টাকা চাওয়া ছাড়া আর যা বলতে হয়—বল।

রূপলাল ॥ না, স্যর। বলছিলাম—কেষ্টর পার্টটা আজ যা দেখলাম, সে ওই নতুন রাধিকার পাশে সত্যিই অচল। প্রতিমা দেবীর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না।

কৃতান্ত ॥ (উত্তেজিতভাবে) আমি তাড়াব! তাড়াব!

রূপলাল থতমত খাইয়া গেল

তোমাকে নয়। তাড়াব ওইসব—মানে, আমি অচল মাল কাউকে রাখব না।···শোন, তুমি নৃত্যলালকে চুপি চুপি বলে রাখবে, কেষ্টর পার্টটা যেন তৈরি রাখে। চুপিচুপি—আর কেউ যেন জানতে না পায়। যাও, এখনি বলে এস।

রূপলালের প্রস্থান

মণিমোহনের প্রবেশ

মণিমোহন ॥ স্যর!

কৃতান্ত ॥ এই যে, মণিমোহন, তুমি এসেছ—ভালই হয়েছে। ছি—ছি, মণিমোহন, ছি—ছিঃ! আজ তুমি যা পার্ট করেছ, তার পরে আর বায়না পেতে হবে না।

মণিমোহন ॥ সেসব পরে হবে, স্যর। এখন চামেলী দেবীকে নিয়ে কী করা যায়, বলুন? সে 'কলিক' তো এখনও থামে নি। এখন বলছে, মশাই—বিষ এনে দাও, বিষ খাব।

কৃতান্ত ॥ (উত্যক্তভাবে কৃত্রিম অনুনয়কণ্ঠে) তাই দাও না, ভাই, ও নিজেও বাঁচুক—আমরাও বাঁচি।...ডাক্তার তো এসেছিল!

মণিমোহন ॥ হ্যাঁ, এসেছিল। ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে ব্যথা আরো বেড়ে গেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

প্রতিমার প্রবেশ

প্রতিমা ॥ আমার মেক্-আপ তোলা হয়ে গেছে। এবার আমি যাব?

কৃতান্ত ॥ না—না, যাবে না, তোমরা দু'জনেই বস, কথা আছে—কাজ আছে। আমি চামেলীকে দেখে আসছি।

কৃতান্তের প্রস্থান

মণিমোহন ॥ কুলে কালি দিয়ে রাধিকা ঘর ছেড়েছে—তোমার জীবনে এই অভিনয় তবে সত্য হয়ে দাঁড়াল, কৃষ্ণা?

প্রতিমা ॥ আমার নাম 'কৃষ্ণা' নয়—আমার নাম 'প্রতিমা'।

মণিমোহন ॥ আমার জীবনে প্রতিমার স্থান নেই।

প্রতিমা ॥ স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে যে স্বামী ভুলে যায়—আমার জীবনেও তার কোন স্থান নেই।

কৃতান্তের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ মণিমোহন, তুমি নাকি চামেলীকে বলে এসেছ—তুমি তাকে নিয়ে কলকাতা চলে যাবে?

মণিমোহন ॥ হ্যাঁ, বলেছি; কিন্তু সেটা নির্ভর করছে আপনার ওপর। আপনি ওর পাওনা মিটিয়ে দিলে—তবেই ওকে রেখে আসতে পারি, তবেই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

কৃতান্ত ॥ বায়নার টাকা পেলে, টাকা অবশ্যই দেব; কিন্তু এখন দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আচ্ছা, এতই যখন দরদ—নিজেই টাকা খরচ করে নিয়ে যাও-না।

মণিমোহন ॥ (ক্ষুব্ধ উত্তেজনায়) দেখুন, ম্যানেজারবাবু, তিন মাসের বেতন বাকি রেখে আপনি আমার ঘর-সংসার ভেঙে দিয়েছেন; তার ওপর এ রসিকতা আপনার সাজে না। থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় জানি; কিন্তু তারই মধ্যে আমাদের বিপদে আপদে যেটুকু আপনার পারবার কথা—আপনি তাও করেন না।

কৃতান্ত ॥ (উচ্ছ্বসিতভাবে) বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ! এই তো বেশ বলছ, মণিমোহন! এতটুকু আড়ষ্টতা নেই! তবে এই প্রতিমার সঙ্গে প্লে করতে অমন মুষড়ে পড় কেন? শোন, কাল থেকে দু'জনে জোর রিহার্সেল দেবে। এখন চল দেখি, চামেলীকে ধরাধরি করে বাসাবাড়িতে নিয়ে যাই।

সকলে যাইতে উদ্যত, এমন সময় রূপলালের প্রবেশ

রূপলাল ॥ বলেছি, স্যর। (কৃষ্ণের ভঙ্গিতে) সব ঠিক আছে।

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, ঠিক আছে—ঠিক আছে। তুমি পোশাকপত্তর গুছিয়ে, ঘর বন্ধ করে চলে এস।

প্রস্থানোদ্যত

এমন সময় আনন্দ ঘোষাল ও মধুর প্রবেশ

কৃতান্ত॥ ও, এই যে! দাদু, ম্যানেজার আসে নি। লোক পাঠিয়েছিল। আজ হল না। কাল সকালে হয়তো হবে। এদিকে চামেলীর আবার এখন-তখন। আমরা ওকে বাসা-বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

কৃতান্ত, প্রতিমা ও মণিমোহনের প্রস্থান

মধু॥ এ যে হবে আমি জানতাম। মিছিমিছি সময় নষ্ট।

রূপলাল॥ না, দাদাবাবু। ম্যানেজারবাবু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সত্যি টাকা পান নি।

মধু॥ কী হবে, বাবা? আমার তো এ ট্রেনে না গিয়ে উপায় নেই। না গেলে, খোকাকে হয়তো হাসপাতাল থেকে কাল সকালে বের করে দেবে।

আনন্দ॥ (গলা হইতে একটি সোনার মেডেল খুলিয়া) এই নাও, বাবা—আমার যৌবনের জয়স্তম্ভ—বার্ধক্যের একমাত্র গর্ব—এই সোনার মেডেলটাই নাও। আমার রাজা অশোকের পার্ট দেখে কোচবিহারের মহারাণী আমায় এ মেডেলটা দিয়েছিলেন। অন্তত ভরি-পাঁচেক সোনা আছে, খোকার দু'মাসের চিকিৎসা এতে চলবে।

মধু॥ (মেডেল লইয়া) তুমি একবার যাবে না, বাবা? খোকা যে তোমাকে একবার দেখতে চায়।

আনন্দ॥ কী করে যাব! শুনলাম এদের আরো কয়েক রাত্রির

বায়না হয়েছে। আমি চলে গেলে এরা বিপদে পড়বে। আমার নিজের হাতে গড়া থিয়েটার—হ্যাঁ, এও যে আমার এক সৃষ্টি—এও আমার এক সন্তান। খোকা ভাল হোক—এরা একটু সামলে নিক—যাব বইকি—যাব।

মধু আনন্দকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন
সময় ব্যস্তভাবে কৃতান্ত প্রবেশ করিলেন

কৃতান্ত ॥ মধু, দাঁড়াও। চামেলীকে দেখতে এসে ডাক্তার ঘড়ি ধরে তার নাড়ী দেখছিল। তার ঘড়িতে চোখ পড়তেই দেখি, স'-দশটা বেজে গেছে। সাড়ে-দশটায় তোমার ট্রেন। পনেরো মিনিটে স্টেশনে পৌছোতে হলে সাইকেল চাই। ডাক্তারের সাইকেলটা চেয়ে নিয়েছি—ভোলাকে পেছনে নিয়ে স্টেশনে ছোটো। ভোলা সাইকেল নিয়ে আবার এখুনি ফিরে আসবে। আর, দাদু, চামেলীকে দেখে ডাক্তার ভিজিট্ নিল না—আটটা টাকা আমার বেঁচে গেল। সে আটটা টাকা তুমি নিয়ে যাও, মধু, অন্তত দু'দিনের ফল আর পথ্যটা হবে।

(মধুর হাতে টাকা গুঁজিয়া দিতে গিয়া সোনার মেডেলটি দেখিয়া)

এ কি! এটা তোমার হাতে!…বুঝেছি।…ছি, দাদু! না—না, মধু, ওটা তুমি নিয়ে যেয়ো না। ওটা তোমার বাবার জয়গৌরব—শেষ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। না—না, ওটা নেওয়া চলবে না।

(মেডেলটি লইয়া)

এটা আপনি রাখুন, দাদু—বুকে করেই রাখুন।

আনন্দর গলায় পরাইয়া দিলেন

মধু ॥ কিন্তু মাত্র আটটা টাকা—

কৃতান্ত ॥ ও! আচ্ছা—আচ্ছা। (সোনার চেন সমেত একটি ঘড়ি দেরাজ হইতে বাহির করিয়া) নিয়ে যাও, তখন তিন-শ' টাকায় কিনেছিলাম—বেচে যা হোক কিছু পাবে, কিছুদিন চলবে। যাও, ছোটো,—আর সময় নেই। (উচ্চকণ্ঠে) ভোলা—ভোলা!

ভোলার প্রবেশ

যা, মধুবাবুকে নিয়ে শীগ্‌গির স্টেশনে যা। শীগ্‌গির—এক্ষুনি।

আনন্দ ॥ মধু, প্রণাম কর।

মধু কৃতান্তকে প্রণাম করিয়া ভোলার সঙ্গে প্রস্থান করিল।

আনন্দ ঘোষাল কৃতান্তকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন

কৃতান্ত! ভাই! এইটুকু—এইটুকু আছে বলেই আমাদের বাংলাদেশের থিয়েটার চলছে—চলবে।

বিরাম

সপ্তম দৃশ্য

জমিদারের বাগানবাড়িতে 'কলাবতী থিয়েটার পার্টি'র বাসায় ম্যানেজারের কক্ষ। একপাশে টেবিলের উপরে ঠাকুর পরমহংসদেবের ছবি। ম্যানেজার কৃতান্ত বসু কাগজপত্র দেখিতেছেন। ভোলা তামাক দিয়া গেল।

কৃতান্ত ॥ ভোলা, জমিদারের ম্যানেজার আসছেন। বুঝলি তো? খেয়াল রাখিস—এক নম্বর।

ভোলা ॥ বুঝেছি, স্তর। মানে, দার্জিলিং-চা, স্টেট্ এক্স্প্রেস্ সিগারেট আর রাজভোগ মিষ্টি।

কৃতান্ত ॥ আর ম্যানেজার না এসে যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আসে?

ভোলা ॥ দু'নম্বর, স্তর।

কৃতান্ত ॥ আরে, না—না, দু'নম্বর নয়—তিন নম্বর।

ভোলা ॥ বুঝেছি, স্তর—দু'পয়সা-প্যাকেটের চা এক পেয়ালা।

ভোলা কলিকায় শেষ ফুঁ দিয়া নলটি কর্তার হাতে দিয়া, বাহিরে তখনই গিয়া ফিরিয়া আসিল

ভোলা ॥ এসেছেন, স্তর।

কৃতান্ত ॥ কে?

ভোলা ॥ এক নম্বর।

ম্যানেজার বিপদবারণের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ নমস্কার। আসুন, স্যর।

বিপদবারণ ॥ নমস্কার।

কৃতান্ত ॥ বসুন, স্যর।

ভোলা চেয়ার আগাইয়া দিল। বিপদবারণ তাহাতে বসিলেন।
ভোলা দাঁড়াইয়া রহিল

কৃতান্ত ॥ (উষ্মার সহিত ভোলাকে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? (আঙুল তুলিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন এক নম্বর)

ভোলা ॥ যাচ্ছি, স্যর।

ভোলার প্রস্থান

বিপদবারণ ॥ নাঃ, কাল একেবারে মাত্ করে দিয়েছেন। জমিদারবাবু তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কৃতান্ত ॥ শুনে ধন্য হলাম। এ রকম বিদ্যোৎসাহী কলারসিক জমিদারবাবুরা আছেন বলেই বাংলাদেশের থিয়েটার আজও টিঁকে আছে।

বিপদবারণ ॥ তা যা বলেছেন। উনি একসময় নিজে থিয়েটার করতেন—

কৃতান্ত ॥ নিজে!

বিপদবারণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, নিজে। নিজের বাড়িতে স্টেজ ছিল—অনেক টাকাই উড়িয়েছেন। তাই থিয়েটারের দোষগুণ উনি খুব ভালই বোঝেন।

কৃতান্ত ॥ সে তো নিশ্চয়ই। মানে, সত্যিকারের রসবোদ্ধা—
মানে, কলারসিক যাকে বলে—

বিপদবারণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যেমন ধরুন—আপনাদের নতুন
রাধিকা।

কৃতান্ত ॥ আচ্ছা!

বিপদবারণ ॥ তার সম্বন্ধে আমাদের জমিদারবাবু যা বলেছেন—
তাতে আপনারও মশাই রোমাঞ্চ হবে।

কৃতান্ত ॥ ওরে বাবা! কী বলেছেন?

বিপদবারণ ॥ বলেছেন—মানে, ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—যে, ওই
মেয়ে একদিন সারা বাংলাদেশ মাতিয়ে তুলবে।

কৃতান্ত ॥ মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক আপনার।

বিপদবারণ ॥ কিন্তু, মশাই, ওই যে বললাম, গুণ যেমন বোঝেন,
দোষটাও তেমনি বোঝেন। আপনাদের দু'টি লোকের
অভিনয় ওঁর ভাল লাগে নি।

কৃতান্ত ॥ কার-কার, বলুন দেখি?

ভোলা চা ও খাবার আনিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল

বিপদবারণ ॥ না—না, আবার এসব কেন?

কৃতান্ত ॥ না—না, এ আর কী এমন? একটু মিষ্টিমুখ,
চিন্তাহরণবাবু—

বিপদবারণ ॥ চিন্তাহরণ নয়—বিপদবারণ। বিপদবারণ ঘোষ।
এ ভুলটা আপনার কেন হয় বলুন তো?

কৃতান্ত ॥ মানে, ও একই কথা কিনা! বিপদবারণ হলেই চিন্তাহরণ। কিন্তু কার-কার অভিনয় জমিদারবাবুর ভাল লাগে নি—এবার বলে ফেলে আমার চিন্তা হরণ করুন দেখি।

বিপদবারণ ॥ না, মশাই, আপনি পাস হয়ে গেছেন। আপনার কোন চিন্তা নেই। ফেল করেছেন নন্দ ঘোষ। আর ফেলের কাছাকাছি গেছেন—আপনাদের ওই কেষ্ট ঠাকুর।

কৃতান্ত ॥ শুনে অবশ্য একটু দুঃখিত হলাম। যিনি নন্দ ঘোষ সাজেন, তাঁর নামটা জানেন তো—আনন্দ ঘোষাল।

বিপদবারণ ॥ হ্যাঁ, কে যেন তাই বলছিল বটে; কিন্তু জমিদারবাবু বিশ্বাস করলেন না, বললেন, ওই বলে—লোক ভোলাবার চেষ্টা।

কৃতান্ত ॥ না—না—না, ছি—ছি!

বিপদবারণ ॥ সে যাই হোকগে; কিন্তু জমিদারবাবু তো ওঁকে সইতেই পারছিলেন না। বলছিলেন—'ওসব অ্যাক্‌টিং যাত্রায় চলে—থিয়েটারে অচল।' তিনি তো বললেন যে, আপনার থিয়েটার আরও তিন রাত্রি বায়না করতে রাজি আছেন—তবে এ নন্দ ঘোষকে বদলাতে হবে। আর পারেন তো এই কেষ্ট ঠাকুরটিকেও—

কৃতান্ত ॥ তাই তো! ভাবিয়ে তুললেন।

বিপদবারণ ॥ না, এতে ভাববার কী আছে? এক রাত্রের মধ্যে নতুন রাধিকার মত অ্যাকট্রেস যিনি খাড়া করতে পারেন—তিনি না পারেন কী? আপনি রাজি হলেই আমি বায়না করে যাই।

কৃতান্ত॥ তাই তো! নন্দ ঘোষকে বাদ দিতে হবে, আর কেষ্টকে···! আচ্ছা, দেখছি। আমাদের পাওনা টাকাটা এনেছেন তো?

বিপদবারণ॥ বিলক্ষণ! তা আনব না? এই নিন। এ বোঝা নামাতে পারলেই খালাস।

একশো টাকার দশখানি নোট গুনিয়া গুনিয়া কৃতান্তকে দিলেন এবং হাতে একশো টাকার দুইখানি নোট রাখিলেন: আর একখানি নোট অতি সন্তর্পণে নিজের পকেটে রাখিলেন

এই নিন—আপনাদের হাজার।

কৃতান্ত॥ (টাকা গ্রহণ করিয়া) আরো দু'শো টাকা দেখছি?

বিপদবারণ॥ হুঁ—হুঁ! নতুন রাধিকাকে একবার ডাকুন দেখি!

কৃতান্ত॥ অ্যাঁ!

কৃতান্তের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইযা উঠিল

বিপদবারণ॥ (কৌতুকদৃষ্টিতে) হ্যাঁ।

কৃতান্ত॥ ও! হ্যাঁ—হ্যাঁ! ওরে, কে আছিস, শীগ্‌গির প্রতিমা দেবীকে আসতে বল। শীগ্‌গির। (বিপদবারণকে) একখানা তুলে রাখলেন!

বিপদবারণ॥ ওটা—ওটা—মানে—

কৃতান্ত॥ ও! কমিশন!

বিপদবারণ॥ হেঁ-হেঁ-হেঁ!

কৃতান্ত ॥ ঠিক আছে। তা হলে তো আপনি আমাদের ঘরের লোক, মশাই!

বিপদবারণ ॥ হেঁ-হেঁ!

কৃতান্ত ॥ আমাদের আপন লোক আপনি। তবে কিনা রেখে খাবেন—রেখে খাবেন।

বিপদবারণ ॥ হ্যাঃহ্যাঃহ্যাঃ! তা, হ্যাঁ, কী ঠিক করলেন? আরো তিন রাত্রির বায়না নেবেন?

কৃতান্ত ॥ নন্দ ঘোষকে বদলাতে হবে?

বিপদবারণ ॥ হ্যাঁ। আর পারলে কেষ্টকেও। দেখবেন মশাই—প্লে কী রকম জমে যায়। আপনারা ভেতরে থেকে তো সব সময় ঠিক ধরতে পারেন না কিনা—

প্রতিমার প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ এস—এস, প্রতিমা, এস। বস। ইনি হচ্ছেন জমিদারের ম্যানেজারবাবু—শ্রীদুঃখবরণ—না—না, চিন্তাহরণ—

বিপদবারণ ॥ (অসন্তুষ্টভাবে) না মশাই, আমার নাম বিপদবারণ ঘোষ।

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, বিপদবারণ ঘোষ। আমাদের পরমবন্ধু, নাট্যামোদী—বড় সমালোচক।

বিপদবারণ ॥ না—না, আমাকে অত বাড়িয়ে বলবেন না। সে বরং বলতে পারেন—আমাদের—আমাদের জমিদারবাবুকে। (প্রতিমাকে) আপনার অভিনয় দেখে আমাদের জমিদারবাবু

শ্রীল শ্রীযুক্ত ত্রিভুবনেশ্বর চৌধুরী মহাশয় পরম প্রীত হয়েছেন। আপনার (একটু ভাবিয়া) অনুপম অভিনয়-নৈপুণ্য, (ঢোক গিলিয়া, ভাবিয়া লইয়া) অপূর্ব বাচনভঙ্গি…(আর মনে করিতে না পারিয়া কয়েকবার ঢোক গিলিয়া) এই যাঃ, ভুলে গেলাম !…যাক্—লিখে দিয়েছেন।

কৃতান্ত ॥ (সবিস্ময়ে) লিখে দিয়েছেন !

বিপদবারণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের জমিদারবাবু নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন। (পকেট হইতে বাহির করিয়া লিখনটি পড়িতে লাগিলেন), আপনার অনুপম অভিনয়-নৈপুণ্য, অপূর্ব বাচনভঙ্গি, চিত্তচাঞ্চল্য—হাঁ, চিত্তচাঞ্চল্যকর—(পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন) এই যাঃ, চশমা ফেলে এসেছি !

কৃতান্ত ॥ ও ! তা, কাগজটা একটু দূরে ধরুন—হ্যাঁ—পড়ুন—

নিজেও পাশে দাঁড়াইয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন

বিপদবারণ ॥ (পাঠ) চিত্তচাঞ্চল্যকর রূপলাবণ্য, সর্বোপরি আপনার কোকিলকণ্ঠের কলকলনাদিনী সুর-সুরধনীর চিত্তদ্রাবী …না, কী সব যে লিখেছেন পড়তে দাঁত ভাঙে মশাই। মানে—মানে,—এক কথায়—

কৃতান্ত ॥ চ্যবণপ্রাশ !

বিপদবারণ ॥ হেঁ-হেঁ ! মানে, ভারি—ভারি খুশি হয়েছেন তিনি—মানে আমাদের জমিদারবাবু। তারই…তারই…

কৃতান্ত ॥ যৎসামান্য নিদর্শন বলুন।

বিপদবারণ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। আপনাকে এ দু'শো টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।

বিপদবারণ নোট দু'খানি প্রতিমার দিকে আগাইয়া দিলেন। প্রতিমা কুণ্ঠিতভাবে কৃতান্তের দিকে তাকাইল

কৃতান্ত॥ নাও—নাও, তাঁর আশীর্বাদ। সাধনপথের সহায়। গুণের জন্য যে দান আসে, মাথা পেতে তা নিতে হয়, নইলে ভগবান রাগ করেন।

প্রতিমা॥ (নোট দুইখানি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইল)

কৃতান্ত॥ (প্রতিমাকে) এবার তুমি কিছু বল।

প্রতিমা॥ আপনি বলুন।

কৃতান্ত॥ নতুন কিনা! বেশ, তোমার হয়ে আমিই বলছি। জমিদারবাবুর এই অসামান্য অনুগ্রহ—এই অভূতপূর্ব, ইয়ে, বদান্যতা এবং—এবং—মানে, এক কথায়—তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত চরম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন প্রতিমা দেবী—এবং থিয়েটারের কর্মিবৃন্দ।

বিপদবারণ॥ আমি জানাব—তাঁকে জানাব। কিন্তু আরো তিন রাত্রি বায়নার কথাটা—সেটা কী বলব?

কৃতান্ত॥ মানে, নন্দ ঘোষকে আর কেষ্টকে, ঐ যা বলছিলেন—

বিপদবারণ॥ হ্যাঁ।

কৃতান্ত॥ তা জমিদারবাবুর যখন ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে বইকি। আচ্ছা, আমরা বায়না নিলাম।

বিপদবারণ ॥ বেশ—বেশ। তা হলে আজ বিকেলে জমিদার-বাবুর ক্লাবে আসুন। লেখাপড়া ওখানেই হবে।

কৃতান্ত ॥ ও, জমিদারবাবুর ক্লাবও আছে নাকি?

বিপদবারণ ॥ হ্যাঁ, ওই যে বললাম—নিজে থিয়েটার করতেন। সেই ক্লাবটিকে এখনও বজায় রেখেছেন।

কৃতান্ত ॥ তাই নাকি? কলারসিক লোক কিনা! বেশ—বেশ।

বিপদবারণ ॥ (প্রতিমাকে) আপনিও আসুন না। জমিদারবাবু বলছিলেন।

এমন সময় আনন্দ ঘোষালের প্রবেশ

আনন্দ ॥ এই যে, ভায়া! (বিপদবারণকে দেখিয়া) ও, আপনারা কথা কইছেন। আচ্ছা, আমি পরে আসব, ভায়া।

কৃতান্ত ॥ না—না, আপনি বসুন, দাদু, আমাদের কথা শেষ হয়েছে।

বিপদবারণ ॥ (কৃতান্তকে) ইনিই তো তিনি—মানে, যাকে জমিদারবাবু—

কৃতান্ত ॥ (ত্রস্তভাবে) হ্যাঁ—হ্যাঁ, ইনিই তিনি—ইনিই হচ্ছেন শ্রীআনন্দ ঘোষাল। চলুন—চলুন—চলুন—

ম্যানেজারকে কথা বলিতে না দিয়া এক রকম ঠেলিয়াই বাহিরে লইয়া গেলেন

আনন্দ ॥ জমিদার বাড়ির লোক বুঝি ?

প্রতিমা ॥ হ্যাঁ, দাদু। জমিদারের ম্যানেজার। আমাদের প্লে জমিদারবাবুর খুব ভাল লেগেছে—সে কথাই বলতে এসেছিলেন। আর, থিয়েটার আরও তিন রাত্রি বায়না করে গেলেন।

আনন্দ ॥ বায়না করে গেলেন! তিন রাত্রি! ভারি খুশি হলাম—ভারি খুশি হলাম। টাকার অভাবে কৃতান্ত থিয়েটারটা দাঁড় করাতে পারছিল না। এইবার বোধ হয় ঠাকুরের কৃপা হল।

প্রতিমা ॥ আপনার ছেলেটির আর কোন খবর পেয়েছেন, দাদু ?

আনন্দ ॥ না, দিদি। সেইজন্যেই একবার কৃতান্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। ভাবছিলাম এখানে আর যদি বায়না না হয়, তবে দু'-তিন দিনের ছুটি নিয়ে ছেলেটাকে একবার দেখে আসতাম। তা যখন বায়না হল, তখন ছুটি চেয়ে ওকে আর বিব্রত করব না, দিদি।

কৃতান্তের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ প্রতিমা, দাদুকে বলেছ তো, আমাদের থিয়েটার আরো তিন রাত্রি বায়না হয়েছে ?

আনন্দ ॥ বলেছে। শুনে ভারি খুশি হলাম, কৃতান্ত। এইবার বোধহয় তুমি থিয়েটারটাকে দাঁড় করাতে পারবে।

কৃতান্ত ॥ আর জমিদারবাবু যে ওকে দু'শো টাকা পুরস্কার পাঠিয়েছেন, তা বোধহয় প্রতিমা বলে নি—না ?

প্রতিমা ॥ না, বলি নি। আপনারাও দয়া করে আর কাউকে বলবেন না। এমন কিছু অভিনয় আমি করি নি—যাতে আলাদা করে আমিই পুরস্কার পেতে পারি। এটা সত্যিই ওদের বাড়াবাড়ি হয়েছে, কৃতান্তবাবু। না নিলে আপনার অমর্যাদা হয়—থিয়েটারের ক্ষতি হয়—তাই এ টাকা হাতে ধরেছি মাত্র। এ টাকা আপনি থিয়েটারের মঙ্গলে কোন ভাল কাজের জন্য তুলে রাখুন।

টাকা কৃতান্তকে দিল

কৃতান্ত ॥ আচ্ছা—আচ্ছা, সে তুমি ভেবোনা।...এখন, তোমার পার্টটা নিয়ে এস তো—আর কেষ্টকেও তার পার্টটা নিয়ে আসতে বল—এই একটু পরে—কয়েক মিনিট পরে। এখানে আমার সামনে তোমাদের রিহার্সেল দিতে হবে।

প্রতিমার প্রস্থান

আনন্দ ॥ মেয়েটি সত্যিই বড় ভাল। এরকম ধরনের কথা আজকাল বড় একটা শুনতে পাই না। আগে শুনতাম। এমনি সব ছেলেমেয়ে নিয়েই এই 'কলাবতী থিয়েটার' খুলেছিলাম, কৃতান্ত। নামও হয়েছিল—যশও হয়েছিল। টাকাপয়সা—সব-কিছুই হয়েছিল; কিন্তু এই 'রায়টের' মধ্যে থিয়েটারটা আর টানতে পারলাম না। ভাগ্যিস্ সাহস

করে তুমি এগিয়ে এসেছিলে! লেখাপড়া করে থিয়েটার তোমাকে দিলাম বটে—মালিক হয়েও আজ চাকর হয়েছি সত্য—

কৃতান্ত ॥ না—না—না, ও কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না, দাদু।

আনন্দ ॥ যা সত্যি, তাই বলছি, কৃতান্ত। হ্যাঁ, আজ তোমার হাতে এ থিয়েটার যে আবার ধীরে ধীরে জেঁকে উঠছে—এ দেখে আজ যে আমার কী আনন্দ, কী গর্ব···কী বলব তোমায়, কৃতান্ত! এই যে এখন তিন তিন রাত্রির বায়না হ'ল—গুণ দেখেই না হ'ল!

কৃতান্ত ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়, দাদু! যা-কিছু হচ্ছে, আর কেউ না জানুক—আমি জানি, এ আপনার আশীর্বাদেই হচ্ছে। (একটু থামিয়া) কিন্তু আজ একটা দুঃসংবাদ···

ইতস্তত করিতে লাগিল

আনন্দ ॥ (পরম উৎকণ্ঠায়) কী—কী দুঃসংবাদ?

কৃতান্ত ॥ আপনি এই দুপুরের ট্রেনেই কলকাতা চলে যান, দাদু। খোকার অবস্থা ভাল নয়। জানেনই তো—আপনাকে দেখবার জন্য বড় আকুলি-বিকুলি করছে···

আনন্দ ॥ আমার মনও তাই বলছে, কৃতান্ত। যাব বলেই তোমার কাছে ছুটি নিতে এসেছিলাম। কিন্তু তিন রাত্রির বায়না—তোমাকে বিপদে ফেলে—থিয়েটারের ক্ষতি করে—

আমি যেতে পারি না, কৃতান্ত। না, আমি যাব না। বুঝলে কৃতান্ত, এসব হচ্ছে গিয়ে—ঠাকুরের পরীক্ষা।

কৃতান্ত ॥ পরীক্ষাই যদি বলেন—সে পরীক্ষা আমারও। মুমূর্ষু ছেলের শেষ ইচ্ছার চেয়ে—থিয়েটার বড় নয়—কোন-কিছুই বড় নয়। কর্তব্যের মোহে আপনি যদি পুত্রস্নেহ বিসর্জন দেন—মানুষ হয়ে আমি তা সইতে পারি না। আপনি যদি না যান—তর্কনন্দ ঘোষের পার্ট আপনাকে দিয়ে আমি করাব না। তা যদি করাই—ঐ মুমূর্ষু ছেলের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে এই থিয়েটারের অকল্যাণ হবে, দাদু। এই নিন একশো টাকা। আপনি এই ট্রেনেই চলে যান।

কৃতান্ত প্রতিমার পুরস্কার হইতে একশো টাকা লইয়া আনন্দের হাতে গুঁজিয়া দিলেন

আনন্দ ॥ না—না, এতসব তোমার কেন বলতে হবে আমাকে! আমি চলে গেলে—আমার পার্ট আবার কাকে দেবে—নতুন লোক হয়তো সেরকম ভাল করতে পারবে না—এইসব ভেবেই আমি যাব বলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। তা তুমিই যখন সে ভার নিলে, আমার বুক থেকে একটা পাষাণ নেমে গেল, কৃতান্ত। সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তোমার হৃদয়ের পরিচয়। দশজনকে নিয়ে থিয়েটার চালাতে হলে এই হৃদয়ই চাই, কৃতান্ত। একটা জিনিস জানবে,—থিয়েটারের আর্টিস্টরা টাকা চায় বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আশা করে

কর্তৃপক্ষের কাছে একটু দরদ, একটু সহানুভূতি। মুক্তকণ্ঠে বলব—তোমার তা আছে। আর, তা আছে বলেই আমার 'কলাবতী থিয়েটার' দিন দিন আরো বড় হয়ে গড়ে উঠবে। ঠাকুর, তোমার এত দয়া!…(টাকা লইয়া) তা হলে, আসি কৃতান্ত।

প্রস্থান

কৃতান্ত ক্ষণকাল তাঁহার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ আর্তকণ্ঠে অনুতাপভরে কহিল

কৃতান্ত ॥ আমি পাপ করেছি—গুরুতর পাপ করেছি! কিন্তু, ওই বৃদ্ধের মান রক্ষা করতে—অপমান থেকে ঐ বৃদ্ধকে রক্ষা করতে এ ছাড়া বোধহয় আর কোন উপায়ই ছিল না আমার। ঠাকুর, আমার এ পাপ তুমি ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, ঠাকুর।

ঠাকুর পরমহংসদেবের ছবির নিচে মাথা রাখিয়া মনের ভার লাঘব করিলেন

প্রতিমার প্রবেশ ; সেই শব্দে সচেতন হইয়া

এই যে, প্রতিমা, এস। কেষ্ট কোথায়—মণিমোহন?

প্রতিমা ॥ আসছেন।…ওই এসেছেন।

মণিমোহনের প্রবেশ। কৃতান্ত অন্যমনস্কভাবে কী ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ সচেতন হইয়া

কৃতান্ত ॥ কী যেন বলছিলাম! ও, হ্যাঁ, তোমরা রিহার্সেল

দাও। (হঠাৎ মণিমোহনের প্রতি তীব্র কণ্ঠে) গত রাত্রে তোমার পার্টের ভারি নিন্দে হয়েছে, মণিমোহন। এত নিন্দে হয়েছে—যাক্, সে আর বললাম না। আচ্ছা, প্রতিমা দেবী কি বাঘ, না ভালুক, যে, তোমাকে গিলে খাবেন! এত আড়ষ্ট হয়ে প্লে করার কোন মানে হয়? তোমার মত একজন পাকা অ্যাক্‌টারকে যে এ কথা আমার নতুন করে বলে দিতে হচ্ছে—এইটেই আমার লজ্জা। নাও, তোমরা রিহার্সেল শুরু কর। ছেলের অসুখের খবরে দাদু কলকাতা যাচ্ছেন,—মনটা আমারও ভাল নেই। আমি তাঁকে রওনা করে দিয়ে আসছি।

কৃতান্তের প্রস্থান

মণিমোহন॥ এখনো সময় আছে, কৃষ্ণা। এ পথ ছেড়ে দাও। ভুলো না—তুমি ঘরের বউ। থিয়েটারের এই পাঁকে এমনিভাবে ডুবে যাওয়া তোমার সাজে না।

প্রতিমা॥ পার্টে তো এসব কথা নেই।

মণিমোহন॥ তোমাকে মাসে মাসে আমি টাকা পাঠাতে পারি নি—অস্বীকার করছি না। কিন্তু তাই বলে এত বড় শাস্তি তুমি আমায় দিও না, কৃষ্ণা। না—না, থিয়েটারের পঙ্কিল জীবনে তুমি এসো না—এসো না, কৃষ্ণা। এখনো সময় আছে, এখনো কেউ জানে না—তুমি আমার কে। তুমি চলে যাও, কৃষ্ণা, তুমি চলে যাও।

প্রতিমা ॥ বইতে এসব নেই।

মণিমোহন ॥ কুলে কালি দিয়ে কলঙ্কময় এই জীবনে না এলে কি তোমার চলবে না, কৃষ্ণা ?

প্রতিমা ॥ না। কৃষ্ণের পথই আমার পথ। কুলে কালি দিয়ে কৃষ্ণের অভিসারেই এসেছে কুলকলঙ্কিনী রাধিকা।

কৃতান্তের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ বাঃ, এই তো জমে গেছে! 'কৃষ্ণকালী' সিন্‌ বুঝি ? এর পরেই বোধ হয় আয়ানের প্রবেশ। (পার্ট বলিতে লাগিলেন) "বল্‌, পাপীয়সী, কার অভিসারে এসেছিস্‌ তুই —এত রাত্রে—নির্জন এই নিকুঞ্জে ? বল্‌, কে সে ?"

রাধিকার গলা টিপিয়া ধরিতে আগাইয়া আসিলেন

প্রতিমা ॥ (সভয়ে পিছাইয়া) না—না, আপনি আমার গলা টিপে ধরবেন না। মরে যাব যে!

কৃতান্ত ॥ (উচ্চহাস্যে) হাঃ-হাঃ-হাঃ! না—না, সে ভয় নেই।

প্রতিমা ॥ না—না, আপনার 'ফিলিং' উঠলে—কী হবে বলা যায় না। আমার বড্ড ভয় করে।

কৃতান্ত ॥ (উচ্চহাস্যে) হাঃ হাঃ-হাঃ! কিচ্ছু ভয় নেই— কিচ্ছু ভয় নেই। আরে, তার পরেই তো বলব—"রাধা, তুমি মহাসতী। তোমাকে ভুল বুঝে যে অপরাধ করেছি—

তুমি তা ক্ষমা কর।" তখন তোমার হাত দু'খানি ধরব—খু—ব আস্তে।

অভিনয়ের ভঙ্গিতে প্রতিমার দুই হাত প্রেমভরে ধরিলেন

মণিমোহন॥ (ক্রোধভরে) মহাসতীই বটে!

উক্ত দৃশ্য অসহ্য হওয়ায় ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল

কৃতান্ত ও প্রতিমা চমকিয়া উঠিল

কৃতান্ত॥ নাঃ, ওকে দিয়ে চলবে না। হেড আপিসে গোলমাল, মানে, মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। কৃষ্ণের পার্ট—ইচ্ছে হয় আমিই করি, প্রতিমা। হ্যাঁ, লোভ হয়। কী সুন্দর পার্ট! পরকীয়া প্রেমের কী ব্যাকুল উচ্ছ্বাস! আমাকে বলতে দাও, প্রতিমা—একটিবার বলতে দাও।

ভাবাবেগে আবৃত্তি করিলেন

"রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশিদিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়ে করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসে থাকি তার তীরে॥
তোমারি রূপের মাধুরী হেরিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।

শুনহ কিশোরী চারিদিকে হেরি
যেমন চাতক পাখী ॥
তব রূপগুণ মধুর মাধুরী
সদাই কামনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হয়ে ভোর ॥"

(আবেগভরে প্রতিমার হাত ধরিলেন, তাঁহার হাবভাবে
লোলুপতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল)

প্রতিমা ॥ না—না, হাত ছাড়ুন। এ কী !, আমি চলে যাচ্ছি।

হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

কৃতান্ত ॥ আশ্চর্য তোমার সংযম।

প্রতিমা ॥ সংযমটাই ভদ্রতা। সংযমটাই সভ্যতা।

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, ভদ্রতা ! সভ্যতা ! (বিদ্রোহী হইয়া) কিন্তু, তবু বলব, সংযমটা হচ্ছে সত্য গোপন করার মিথ্যা আবরণ। সংযমটা তখনই হারাই, যখন অভিনয় করি না—ভাবের ঘরে যখন চুরি থাকে না। অভিনয় নয়, অসংকোচে বলছি, তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি এসেছ—লক্ষ্মীছাড়ার জীবনে যেন লক্ষ্মী এসেছে। মনে এসেছে উদ্যম, কাজে এসেছে প্রেরণা। না—না, প্রতিমা, এ অভিনয় নয়—অভিনয় নয়।

প্রতিমা ॥ কিন্তু, কৃতান্তবাবু, ক্ষমা করুন। অভিনয় করতেই

আমি এসেছি। হ্যাঁ, অভিনয়। তার চেয়ে বেশি কিছু করবার আর সইবার ক্ষমতা আমার নেই।

কৃতান্ত ॥ তবে অভিনয় ক'রেই চলবে সারা জীবন?···অভিনয় করি ব'লেই কি অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনটাও অভিনয়? কথাটা ভেবে দেখো প্রতিমা, কথাটা ভেবে দেখো।

অষ্টম দৃশ্য

কৃতান্তের পূর্ববর্ণিত অফিসঘর

কাবেরী, মনোরমা, রূপলাল, নৃত্যলাল ও মণিমোহন বেতন-প্রাপ্তির আশায় সমাগত। রূপলাল মনিঅর্ডারের ফরম্ লিখিতেছে

নৃত্যলাল ॥ কী দাদা, তুমি যে একেবারে মণিঅর্ডার লিখতে বসে গেলে !

মনোরমা ॥ হ্যাঁ, যাকে বলে 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' কোথায় রইলেন ম্যানেজারবাবু, কোথায় বা টাকা—উনি এখানে মনিঅর্ডার লিখছেন !

রূপলাল ॥ লিখব না ? আজ টাকা না পেলে ছেড়ে দেব ভেবেছ ? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাতের পর রাত সবাই প্লে করছে। টাকা আসছে কাঁড়ি কাঁড়ি। এখন পাওনা টাকা না দিলে, ও ম্যানেজার-ট্যানেজার বুঝি না বাবা, ক্যাশ্ লুঠ করব।

নৃত্যলাল ॥ ঠিক বলেছ, দাদা। ছ'মাস মাইনে বাকি। বাল-বাচ্চাগুলো বাড়িতে শুকিয়ে মরছে।

মণিমোহন ॥ ঘর ভেঙে যাচ্ছে রে, ভাই, ঘর ভেঙে যাচ্ছে। কী আর বলব ! (একটু হালকাভাবে) আমাকে তো আমার স্ত্রী তালাক দিয়েছে।

মনোরমা ॥ দেবে না ? ভাত কাপড় দিয়ে পুষতে না-পারলে, তোমাকে পুজো করবে ?

নৃত্যলাল ॥ তা প্রায় ওই দশাই হয়েছে। বাড়ি থেকে আমারও যা এক-একখানা চিঠি আসছে—চিঠি তো নয়—এক-একটি 'এটম্ বম্'। দাও দেখি, ভাই রূপলাল, আমাকেও একটা ফরম্ দাও দেখি—মণিঅর্ডারটা লিখে রাখি।

ফরম্ লইয়া লিখিতে লাগিল। চামেলীর প্রবেশ

মনোরমা ॥ কী রে, চামেলী, উঠে এলি! ভাল আছিস তবে ?

চামেলী ॥ হ্যাঁ দিদি। অনেকদিন পর কাল রাতে একটু ঘুমিয়েছি। তাও উঠে আসবার মত বল পাচ্ছি না। কিন্তু না এসেও তো পারি না। জান তো দিদি, হাতী যখন গর্তে পড়ে, সবাই তখন লাথি মারে! আমারও হয়েছে তাই। তা, তোমাদের থিয়েটার তো ভালই চলছে—কানাঘুষো শুনছি।

কাবেরী ॥ আমাদের ভাল চলছে বোলো না। আমরা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

নৃত্যলাল ॥ উড়ে এসে জুড়ে বসতে জানা চাই। আর যা চাই··· তা আর বললাম না।

চামেলী ॥ দু'শো টাকার কথা শুনেছিলাম। তা প্লে করে দু'শো-এক'শ টাকা বখসিস্ আমরাও যে না পেয়েছি তা নয়। কিন্তু, জড়োয়া গয়না পাওয়া—এ ভাই শুনলাম এই প্রথম।

আরো শুনলাম নাকি প্লে শেষ হলে—জমিদারবাবু কাছে ডেকে নিয়ে গলা ধরে—

কাবেরী ॥ ও মা! বুড়ো জমিদারের সে যা কাণ্ড! দেখে—হেসে আমরা গড়াগড়ি যাই আর কি।

কৃতান্তকে আসিতে দেখিয়া সবাই চুপ করিয়া গেল। কৃতান্তের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ এ কী! এ যে একেবারে চাঁদের হাট বসেছে!

রূপলাল ॥ টাকা না পেলেই গেরন লাগবে শুর।

কৃতান্ত ॥ বটে! (নৃত্যলালের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল) মনিঅর্ডারের ফরম্ লেখা হচ্ছে! মানে? এটা কি পোস্টাপিস নাকি? ···না—না, টাকাকড়ি আজও কিছু দিতে পারব না, ভাই। 'পেমেণ্ট' হবে—কাল সকালে। তা এতদিনই যখন সইলে, আর একটা দিন—মাত্র একটা দিন—মানে, কাল সকালে। খবর পেলাম, জমিদারের ম্যানেজার আসছে। আজকেও যদি প্লে হয়, টাকার অঙ্কটা তোমাদের সবারই বেড়ে যাবে। দু'বার করে হিসাব করতে হবে না—দু'বার করে মনিঅর্ডার লিখতে হবে না। এখন তোমরা এস। ম্যানেজারটাকে বাগিয়ে আজও আর-এক রাত্রি—বুঝলে কিনা! আরে এ সব তো এতদিন সবাই হাসিমুখে সহ্য করেছ—এখন সকলে ঘোড়ার মত মুখ লম্বা করছ কেন, ভাই!

রূপলাল ॥ না—না—

কৃতান্ত ॥ না ? হাস—হাস দেখি একটু—

সকলে হাসিবার চেষ্টা করিল

কৃতান্ত ॥ এই তো ! আজ, কাল মানে কী ? আজ তো আজ হয়েই গেল—তার পরেই তো কাল সকাল !

মণিমোহন ॥ (আর-সকলকে) বুঝলে তো ? এখন চল ।

সকলে চলিয়া যাইতেছিল । নৃত্যলাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

॥ দেখবেন, মশাই, কাল সকালে যেন আবার পরশু সকাল না হয় ।

কৃতান্ত ॥ আরে, না—না । তা কখনো হয় ? কাল কালই থাকবে ।

মনোরমা ॥ যা বলেছেন—ভদ্দরলোকের এক কথা । কী বলেন, স্যর ?

কৃতান্ত ॥ তা নয় তো কী ? কাল—কাল । কালই পাবে ।

মনোরমা ॥ ও, স্যর, আমরা পেয়ে গেছি ! তবু ভাল—আপনি আর-দশজনের মত 'ব্লাফ্' দেন না ।

কৃতান্ত ॥ নিশ্চয়ই । দিতে যখন পারব, তাও বলব—দিতে যখন পারব না, তাও বলব । এখন এস ।

সকলে গজর গজর করিতে করিতে চলিয়া গেল

কৃতান্ত ॥ (উচ্চকণ্ঠে) ভোলা ! ভোলা !

ভোলা ছুটিয়া আসিল

ভোলা ॥ বলুন, স্যর।

কৃতান্ত ॥ জমিদারের ম্যানেজার আসছেন।

ভোলা ॥ এক নম্বর, না তিন নম্বর, স্যর?

কৃতান্ত ॥ আরে, এক নম্বর। বল্!

ভোলা ॥ দার্জিলিঙের চা, স্টেট্ এক্সপ্রেস সিগারেট, আর রাজ-ভোগ মিষ্টি।

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, ডোজটা আজ আর একটু বাড়িয়ে দে। ডবল মাম্‌লেট।

ভোলা ॥ বলুন—এক নম্বর স্পেশাল! ঠিক আছে, স্যর।

ভোলা ছুটিতে উদ্যত হইল

কৃতান্ত ॥ আঃ! আরো শুনে যা।

ভোলা ফিরিয়া দাঁড়াইল

ভোলা ॥ বলুন, স্যর।

কৃতান্ত ॥ প্রতিমা দেবীকে একবার আসতে বলবি। মানে, খাবারের সঙ্গেই নিয়ে আসবি, বুঝলি?

ভোলা ॥ সে আমি ঠিক বুঝেছি স্যর। খাবারের সঙ্গে যেন জলের গ্লাস।

ভোলা ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া আবার তখনই ফিরিয়া আসিল

এসে গেছেন, স্যর।

বলিয়াই আবার ছুটিয়া গেল। কৃতান্ত আগাইয়া গিয়া বিপদবারণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া বসাইলেন

কৃতান্ত ॥ আসুন—আসুন। আপনারই পথ চেয়ে বসে আছি, বিপদবারণবাবু।

বিপদবারণ ॥ যাক্—তবু ভাল, চিন্তাহরণ বলে ভুল করেন নি এবার।

কৃতান্ত ॥ বিপদবারণ—চিন্তাহরণ—দুঃখবরণ—ও মশাই, আমার সবই আপনি। আপনি আছেন বলেই আজও এখানে রয়েছি, দুটো খেতে দিচ্ছেন, তাই খাচ্ছি।

বিপদবারণ ॥ খেতে কি আর আমি দিচ্ছি, মশাই? যে যার কপালে খাচ্ছে। আপনার ভাত খায় কে? ওই রাধিকাই আপনার বরাত খুলে দিয়েছে।

কৃতান্ত ॥ তা হ'লে বলুন—আজ রাত্রেও আমাদের বায়না হচ্ছে?

বিপদবারণ ॥ তা হচ্ছে বইকি। কিন্তু ওই কেষ্টকে, মশাই, আজ আপনার বদলাতেই হবে। জমিদারবাবু স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। 'জমিদারবাবু বলেন বেশ—ও হল গিয়ে আপনাদের এক ভাঁড় দুধে এক বিন্দু চোনা! ছেঁটে দিন—ছেঁটে দিন, মশাই।'

কৃতান্ত ॥ তা বটেই তো—তা বটেই তো। জমিদারবাবু ঠিকই বলেছেন। একটা লোকের জন্যে গোটা বইটা মশাই একেবারে ফট্! ছাঁটব না তো কী? সুবিধেমত আর কাউকে না পেলে, আমিই আজ কেষ্ট সাজব।

বিপদবারণ ॥ আপনি!

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, আমি। না-না, ঘাবড়াবেন না—দেখবেন, মেক-আপে চিনতে পারবেন না, মশাই। আমরা হচ্ছি বহুরূপী। বেশি কি, আপনার ওই চেহারা একেবারে কন্দর্পকান্তি করে দিতে পারি।

বিপদবারণ ॥ বলেন কী!

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, মশাই। আমরা না পারি কী!

বিপদবারণ ॥ তা ঠিক। আপনারা, মশাই, সব পারেন। (হাস্য)

ট্রেতে চা ও খাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ

বিপদবারণ ॥ (তাহা দেখিয়া) না—না, রোজ রোজ এ কী, বলুন তো?

কৃতান্ত ॥ না—না, কিছু নয়—কিছু নয়—এই সামান্য একটু—

ভোলা ট্রে নামাইয়া রাখিয়াছে, সিগারেটের কৌটাটি খুলিয়া দেখে, মাত্র একটি সিগারেট আছে। সে তাহা চুরি করিয়া মুঠিতে পুরিয়া বলিল—

ভোলা ॥ সিগ্‌রেট নেই, স্যর। নিয়ে আসছি।

কৃতান্ত ॥ এই, শোন্—শোন্—একটা কথা শুনে যা।

ভোলা কাছে আসিলে তাহাকে কানে কানে কিছু বলিবার ছলে এক হাতে তাহার কানটি মলিয়া দিলেন, অন্য হাতে ভোলার মুঠি হইতে সিগারেটটি আহাররত বিপদবারণের অলক্ষ্যে ছিনাইয়া লইয়া

যা—শীগ্‌গির নিয়ে আয়।

বলিয়াই ওই সিগারেটটি নিজে ধরাইলেন। ভোলা ম্লানমুখে চলিয়া গেল

বিপদবারণ॥ না—না, আমাকে নিয়ে সত্যি আপনি বড় বাড়াবাড়ি করছেন।

কৃতান্ত। না—না, বাড়াবাড়ি করবার মত কীই বা আছে এখানে? হ'ত কলকাতা—

বিপদবারণ॥ সব থিয়েটারের ম্যানেজাররাই এখানে এসে আমাদের ওই কথা বলেন, মশাই; কিন্তু কলকাতায় গেলে মশাইরা আমাদের চিনতেও পারেন না। সে যাক্।

কৃতান্ত॥ কিন্তু ও-কথা, মশাই, আমাকে বলবেন না। থিয়েটার তো কতই আছে, কিন্তু জানবেন, স্যর, 'কলাবতী থিয়েটার' এই একটি। এই ভোলা! কইরে, প্রতিমা দেবী?

বিপদবারণ॥ প্রতিমা দেবী! তিনি তো আমাদের রাজবাড়িতে।

কৃতান্ত॥ সে কী, মশাই?

বিপদবারণ॥ বাঃ রে, মশাই! আপনি তা জানেন না?

কৃতান্ত॥ না তো!

বিপদবারণ॥ রাজবাড়িতে রোজ উষা-কীর্তন হয়।

কৃতান্ত॥ কী কীর্তন?

বিপদবারণ॥ উষা-কীর্তন—উষাকালে হয়। সেই কীর্তন গাইতে জমিদারবাবু কাল রাত্রেই যে তাঁকে নেমন্তন্ন করে রেখেছিলেন।

কৃতান্ত॥ কা'কে?

বিপদবারণ॥ প্রতিমা দেবীকে। আজ ভোররাত্রেই জমিদারবাবু নিজে এসে, বুঝলেন, একেবারে নিজেই এসে নিয়ে গেছেন।

কৃতান্ত ॥ ভোররাত্রে নিজে এসে নিয়ে গেছেন! আমি জানলাম না!

বিপদবারণ ॥ এ যে, মশাই, উষা-কীর্তন। আপনার তো তখন ঘুম ভাঙবারই কথা নয়। তা ছাড়া এ তো আপনাকে জানাবার কথাও নয়। যেমন ধরুন—বাড়িতে খাশকামরায় নিয়ে গিয়ে—

কৃতান্ত ॥ কা'কে?

বিপদবারণ ॥ প্রতিমা দেবীকে।

কৃতান্ত ॥ কে?

বিপদবারণ ॥ জমিদারবাবু।

কৃতান্ত ॥ কোথায়?

বিপদবারণ ॥ খাশকামরায়।

কৃতান্ত ॥ খাশকামরায় কী?

বিপদবারণ ॥ নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে তার গলায় একটা জড়োয়া নেক্‌লেস্ পরিয়ে দিয়েছেন—

কৃতান্ত ॥ কে?

বিপদবারণ ॥ আঃ! ওই জমিদারবাবু, মশাই! এ তো আর আপনার-আমার জানবার কথা নয়। সৈরভী ঝি সেখানে ছিল, তার মুখেই না এই গোপন কথাটি জান্‌লাম—আর তাই না আপনাকে এই সুসংবাদটি দিতে পারছি।

কৃতান্ত ॥ (গম্ভীরভাবে) হুঁ!

বিপদবারণ ॥ কী, মশাই, কথাটা শুনে দ'মে গেলেন মনে হচ্ছে?

কৃতান্ত ॥ না—না, দমবার কী আছে? বরং খুশি হয়েছি। বেঁচে গেছি যে, প্রতিমা জমিদারবাবুর নেমন্তন্নটা রক্ষা করেছে। নতুন কিনা! ভারি লাজুক। কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয়—সত্যি বলতে কী—তা এখনও শেখে নি।

বিপদবারণ ॥ মানে, পাকে নি। আর পাকে নি বলেই তো—বুঝলেন কিনা—জমিদারবাবুর এতটা ভাল লেগেছে।

কৃতান্ত ॥ হুঁ!

বিপদবারণ ॥ এই তো বুঝেছেন। আরে, মশাই, প্রতিমা দেবীকে দেখে জমিদারবাবুর থিয়েটারের সখটাও আবার নতুন করে জেগে উঠেছে।

কৃতান্ত ॥ কার?

বিপদবারণ ॥ কেন, ওই জমিদারবাবুর। এক কালে নিজের স্টেজে রাসলীলায় কেষ্টর পার্ট উনিও করতেন।

কৃতান্ত ॥ কিসের পার্ট?

বিপদবারণ ॥ কেষ্টর পার্ট। তা, এ রাধিকাকে পেলে, চাই কী, নিজের থিয়েটারটা আবার জাঁকিয়ে তুলতে পারেন।

কৃতান্ত ॥ পারেন?

বিপদবারণ ॥ হ্যাঁ, পারেন। বলা যায় না।

কৃতান্ত ॥ হুঁ! কিন্তু উষা-কীর্তন কি এই বেলা বারোটাতেও' চলছে বিপদবারণবাবু? বাইরে রোদে যে কাঠ ফাটছে।

বিপদবারণ ॥ আপনার এ চিন্তা আমি হরণ করতে পারব বলে

মনে হচ্ছে না, কৃতান্তবাবু। জমিদারবাবুর খেয়াল—জানি তো—মনে যদি একবার ধরে—সূর্য উঠবে, অস্তও যাবে—আবার সূর্য উঠবে—আবার অস্ত যাবে—ঊষা-কীর্তন তবু সমানে চলবে।

কৃতান্ত ॥ হুঁ!

বিপদবারণ ॥ একটু যেন দমে গেলেন মনে হচ্ছে? না—না, দমে যাবার কি আছে? আখেরে ভাল হবে, মশাই। সামনের পূর্ণিমায় রাজবাড়ির পুণ্যাহ। চাই কী, তার বায়নাটাও এখনই হয়ে যেতে পারে।

কৃতান্ত ॥ রাখুন মশাই পুণ্যাহ! অ্যাদ্দিন এখানে ··

বিপদবারণ ॥ বিলক্ষণ! অসুবিধাটা আপনাদের কী? পেটে খেলে পিঠে সয়, মশাই, পিঠে সয়।

কৃতান্ত ॥ পিঠে সয়?

বিপদবারণ ॥ সয় বই কি! আরে, মশাই, যাকে নিয়ে কথা, সে তো কথা কইছে না! আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? (কৃতান্তের রুদ্রমূর্তি লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, আবার দেখা হবে, রাত্রে—থিয়েটারে। কিন্তু, মশাই, মনে থাকে যেন—কৃষ্ণ আপনাদের বদলাতে হবে। ওই যা বলছিলেন—কৃষ্ণের পার্টটা আপনিই বরং করুন। আর নাচ-টাচগুলো একটু বদলে দেবেন, মশাই। একই নাচ কতবার দেখা যায়, বলুন? আচ্ছা, আসি। নমস্কার।

বিপদবারণের প্রস্থান

কৃতান্ত ॥ উষা-কীর্তন! রাসলীলা! আচ্ছা, আমিও দেখছি কেমন করে রাসলীলা হয়। আজই এখানকার খেল খতম। কেষ্ট আমি সাজাচ্ছি! (বাহিরে কার শব্দ পাইয়া) কে?

বাহির হইতে নৃত্যলাল সাড়া দিল

নৃত্যলাল ॥ আজ্ঞে, আমি নৃত্যলাল।

কৃতান্ত ॥ এস।

নৃত্যলালের প্রবেশ

নৃত্যলাল ॥ আজ্ঞে, 'পেমেণ্ট'টা কাল না হলে কিন্তু আমি মারা যাব। অবস্থা এমন হয়েছে যে, সিগ্‌রেট তো দূরের কথা—বিড়ি কেনবার পয়সাও নেই।

কৃতান্ত নৃত্যলালকে একটি স্টেটএক্সপ্রেস সিগারেট দিলেন

কৃতান্ত ॥ নাও।

নৃত্যলাল ॥ এটা কী সিগ্‌রেট?

কৃতান্ত ॥ দেখছ না—স্টেটএক্সপ্রেস।

নৃত্যলাল ॥ স্যরের মেজাজটা আজ খুব ভাল দেখছি।

কৃতান্ত। মেজাজ আমার সব সময়ই ভাল থাকে। তোমরা বুঝতে পার না, এই যা।

নৃত্যলাল ॥ জয়গুরু—জয়গুরু! এক নম্বর সিগ্‌রেট!

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, এক নম্বর সিগ্‌রেট। পার্টও তোমাকে দিচ্ছি এক নম্বরের। মনে আছে, নৃত্যলাল, ফাঁক পেলেই আমাকে তুমি বলে থাক—'স্যর, চান্স্ পাচ্ছি না, স্যর।' সেই চান্স

আজ তোমাকে দিচ্ছি। আয়ানঘোষের পার্টটা আজ চালিয়ে দাও।

নৃত্যলাল॥ কিন্তু স্যর, রূপলাল যে বলে এল—আমাকে কৃষ্ণের পার্টটা…

কৃতান্ত॥ না—না, কৃষ্ণ সাজতে হবে আমাকে। আর বল কেন! জমিদারবাবুর খেয়াল। তোমাকে ওই আয়ানই করতে হবে।

নৃত্যলাল॥ আয়ান! ওরে বাবা! পারব তো!

কৃতান্ত॥ খুব পারবে। যাও—পার্টটা মুখস্থ কর গে।

নৃত্যলাল॥ অ্যাদ্দিন দেখছি—ও আমার মুখস্থ হয়েই আছে।

কৃতান্ত॥ না—না, আবার দেখ, সড়গর করে নাও।

তাহার হাতে বই দিলেন

নৃত্যলাল॥ (বই লইয়া) দেখছি—দেখছি। জয়গুরু—জয়গুরু!

কৃতান্ত॥ এক নম্বর সিগ্‌রেট—এক নম্বর পার্ট! কেল্লা ফতে করা চাই আজ। আচ্ছা।

কৃতান্তের প্রস্থান

নৃত্যলাল বই খুলিয়া আয়ানের পার্ট পড়িতে লাগিল

ভোলার প্রবেশ

নৃত্যলাল॥ (ভোলাকে দেখিয়া) এই যে ভোলা, দাঁড়া—আমার সামনে দাঁড়া। ম্যানেজার বলেছে—আজ আমাকে আয়ান সাজতে হবে—আয়ান!

ভোলা তুমি আয়ান! ওরে বাবা!

নৃত্যলাল ॥ নে, তুই রাধিকার প্রক্সি দে।

ভোলা ॥ আমি রাধিকা—ওরে বাবা!

নৃত্যলাল ॥ হ্যাঁ, তুই রাধিকা। প্রক্সি—রাধিকার প্রক্সি দে তুই। দাঁড়া—আঙুলে আঙুল দিয়ে—রাধিকা যেমন দাঁড়ায়, তেমনি ক'রে—

নিজেই ভোলাকে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। ভোলা তাহার সামর্থ্য-অনুযায়ী যথাসম্ভব রাধিকার ভঙ্গিতে দাঁড়াইল। নৃত্যলাল আয়ানের পার্ট বলিতে লাগিল

"বল্, পাপীয়সী, কার অভিসারে এসেছিস্ তুই এই রাত্রে—নির্জন এই নিকুঞ্জে? বল্—বল্, কে সে?" তুই বলতে চাইবি না। আমি তোর গলা টিপে ধরব।

নৃত্যলাল পিছাইয়া গিয়া, যথাযথ ভঙ্গিতে পার্ট বলিতে বলিতে ভোলার গলা টিপিয়া ধরিল

ভোলা ॥ ওরে বাবারে! মেরে ফেল্‌লে রে!

জমিদারবাড়ি হইতে সত্ত-প্রত্যাবৃত্ত প্রতিমার প্রবেশ—তাহার গলায় জড়োয়া নেক্‌লেস। ভোলা পলাইতে গিয়া প্রতিমাকে দেখিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া লুকাইল

প্রতিমা ॥ এ কী? এ কী হচ্ছে?

নৃত্যলাল ॥ এই যে, আপনি এসে গেছেন! জানেন, ম্যানেজার-

বাবুর হুকুম, আজ আয়ান্ ঘোষ আমি। আপনাকে না পেয়ে ভোলাকে করেছিলাম রাধিকার প্রক্সি।

প্রতিমা ॥ (ভোলাকে) বেশ তো। তা, চ্যাঁচাচ্ছিলি কেন?

ভোলা ॥ আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলছিল, দিদিমণি। সে চোখমুখ যদি দেখতে! না, দিদিমণি, উনি আয়ান হলে, আজ তোমার রক্ষে নেই। দেখো এখন।

প্রতিমা ॥ আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন। তুই এক গেলাস জল নিয়ে আয় দেখি।

নিজের গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভোলার প্রস্থান

প্রতিমা ॥ (নৃত্যলালকে) আমাকে কি তবে আপনার সঙ্গে এখন রিহার্সেল দিতে হবে?

নৃত্যলাল ॥ না—না, ও আমি ম্যানেজ করে নেব'খন। সত্যি কথা কী জানেন? আমাকে যে ম্যানেজার আয়ান ঘোষের পার্ট দিয়েছে—সেটা সত্যি কি ঠাট্টা—তা আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।…আচ্ছা…আপনি জল খান। আমিও একটু জল খেয়ে আসছি।

নৃত্যলাল পলায়ন করিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।
ভোলা জল লইয়া আসিল

ভোলা ॥ দিদিমণি, তুমি রাজবাড়ি গিয়েছিলে? ম্যানেজারবাবু ভারি রেগে গেছেন কিন্তু।

প্রতিমা ॥ কেন? কী বলেছেন তিনি?

ভোলা ॥ না, মুখে তেমন-কিছু বলেন নি ; কিন্তু চোখমুখ দেখে মনে হল—খুব চটে গেছেন। ওই নেত্যলালবাবু যেমন চোখ-মুখ করে আমায় তেড়ে এসেছিল, ম্যানেজারেরও দেখছিলাম যেন অমনি মুখচোখ। আমার ভাল লাগছে না দিদি।

প্রতিমা ॥ কী তোর ভাল লাগে, ভোলা ?

ভোলা ॥ তোমায় যদি সবাই ভালবাসে—তবেই আমার ভাল লাগে ॥

প্রতিমা ॥ আমার জন্যে তুই খুব ভাবিস, ভোলা, না ?

ভোলা ॥ হ্যাঁ, দিদি।

প্রতিমা ॥ কেন বল তো ?

ভোলা ॥ কেবলই মনে হয়, তুমি যেন আমার সত্যিকারের দিদি।

প্রতিমা ॥ তোর দিদি নেই বুঝি ?

ভোলা ॥ আছে। এই তো—তুমি !

প্রতিমা ॥ আচ্ছা, আজ থেকে আমি সত্যিই তোর দিদি।

ভোলা ॥ (আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল) তা হলে কী করব বল ?

প্রতিমা ॥ (কৌতুকভরে) ছোটভাই হলেই দিদির জন্যে কিছু করতে হবে বুঝি ? আচ্ছা, তা হলে, এই জলের গেলাসটা নিয়ে যা।

জলের গেলাস লইয়া ভোলা প্রস্থান করিল। প্রতিমা গলা হইতে নেকলেসটি খুলিতেছিল, এমন সময় মণিমোহনের প্রবেশ

মণিমোহন ॥ না—না, খুলো না। জমিদারবাবু আদর করে দিয়েছেন। পর—পর—দেখে নয়ন সার্থক করি।

প্রতিমা ॥ সেটা, যে পরবে, তার অভিরুচি—যে দেখবে, তার নয়।

মণিমোহন ॥ লোকে যে ছিছি করছে।

প্রতিমা ॥ হিংসুকদের তা ছাড়া আর করবারই বা কী আছে?

মণিমোহন ॥ এত গুণ যে তোমার ছিল, তা আগে জানতাম না।

প্রতিমা ॥ নিয়ে ঘর করলেই জানা যেত।

মণিমোহন ॥ ঘর করি নি—মানে? সাত বছর হল বিয়ে হয়েছে—তার মধ্যে বাইরে আছি মাত্র এই তিন মাস। তবু বলবে ঘর করি নি?

প্রতিমা ॥ না, কর নি। স্ত্রীকে শুধু ভাত-কাপড় দিয়ে পুষলেই তাকে নিয়ে ঘর করা হয় না। ঘর কর নি—বিনে মাইনেতে বাড়ির দাসী করে রেখেছিলে আমাকে। সুখ-দুঃখের ভাগ দাও নি কোনদিন। পাশে দাঁড়াতে বল নি কোনদিন। আমার মন কী চায়, জিজ্ঞাসা কর নি কোনদিন। ঘরের বাইরে বড় যে জগৎ, সে ছিল একা তোমার, আমার তাতে কোন ভাগ ছিল না। তুমি যেন ছিলে এক নবাব-বাদশা, আর আমি ছিলাম তোমার হারেমের বাঁদী। আমাকে খুশি করাটা ছিল তোমার দয়া। তোমাকে খুশি রাখাটা ছিল আমার চাকরি। ঘর করা যাকে বলে—তা তুমি কোনদিন কর নি আমার সঙ্গে।

মণিমোহন ॥ তবে বল—আমার বাপ-ঠাকুর্দা কেউ তাঁদের পরিবার নিয়ে ঘর করেন নি ?

প্রতিমা ॥ সে যুগে যা চলেছে, এ যুগে তা চলবে না। মেয়েদের ঘুম ভাঙছে। এ-যুগের জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্বামীদের পাশেই দাঁড়াতে চাইছে তারা। পদতলে রাখতে চাও, তা থাকব না। মাথায় করে রাখ—তাও চাই না। হাত ধরতে দাও তোমাদের। সহধর্মিণী, সহকর্মিণী কর আমাদের—এই তাদের দাবি।

মণিমোহন ॥ থিয়েটারে না এসেও এ দাবিটা জানানো যেত, কৃষ্ণা।

প্রতিমা। জানিয়েছি। কতদিন কতভাবে জানিয়েছি। কানে তোল নি। দাঁত হারালেই বোঝা যায় দাঁতের মর্যাদা। আজ আমাকে হারিয়েছ বলেই না বুঝতে চাইছ—কী হারিয়েছ!

মণিমোহন ॥ তোমাকে কি সত্যিই—সত্যিই আমি হারিয়েছি? তোমাকে ফিরে পাবার আর কোন পথই কি আজ খোলা নেই, কৃষ্ণা?

প্রতিমা ॥ কেন থাকবে না? সাহস করে প্রকাশ কর—আমি তোমার স্ত্রী। একসঙ্গে এই থিয়েটারেই কাজ করব—তুমি আর আমি। নতুন করে শুরু হোক আমাদের জীবন—আমাদের জগৎ।

মণিমোহন ॥ কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!

প্রতিমা ॥ এইই আমি চেয়েছিলাম। এইজন্যেই আমি এসেছি। তুমি-আমি একসঙ্গে বাঁচব, একসঙ্গে লড়ব, একসঙ্গে বড় হব, একসঙ্গে গড়ে তুলব আমাদের নতুন জীবনের স্বপ্ন—স্বপ্নের জীবন।

মণিমোহন ॥ (প্রতিমার হাত দুইখানি ধরিয়া) আজই সকালে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কৃষ্ণা। এখন নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে—তোমার-আমার এই নতুন জীবনে।

কৃতান্তের প্রবেশ। মণিমোহন ও প্রতিমাকে তদবস্থায় দেখিয়া

কৃতান্ত ॥ রিহার্সেল দিচ্ছ বুঝি? অমনি ক'রে!

মণিমোহন প্রতিমার হাত ছাড়িয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল

কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে। আর সেটা খোলাখুলি বলে ফেলাই ভাল। কৃষ্ণের পার্টে আজ অন্য লোক সাজছে। তোমাকে দিয়ে অনেক চেষ্টা করে দেখা গেল। কিন্তু, প্রতিমা দেবীর সামনে তুমি একেবারে অচল। লোকে তোমাকে সইতেই পারছে না।

মণিমোহন ॥ কিন্তু···

প্রতিমা ॥ এতে আর কিন্তু কী আছে? আমরা থিয়েটারে চাকরি করতে এসেছি। কর্তার হুকুম মানতেই হবে।

মণিমোহনের প্রতি ইঙ্গিত

মণিমোহন ॥ ও। আচ্ছা, তাই হবে।

কৃতান্ত। হ্যাঁ, 'কলাবতী থিয়েটার'এ 'ডিসিপ্লিন' আছে বলেই এত ঝড়ঝাপটা সয়ে আজও তা এগিয়ে চলেছে। তা, মণিমোহন, এর পরের বইতে তোমাকে আমি ভাল চান্স্ দেব। এ-বইতে গোপবালক-টালক একটা কিছু সেজো আর কি। হ্যাঁ তোমার পার্টটা দাও দেখি আমাকে।

মণিমোহন ॥ নিন।

মণিমোহন কৃতান্তের হাতে পার্টের কাগজ দিল

কিন্তু, গোপ-টোপের পার্ট করার জন্যে আপনি অন্য লোক দেখুন। আমাকে আপনি বিদায় দিন। আমাব পাওনা চুকিয়ে দিন—আমি এই ট্রেনেই চলে যাচ্ছি।

কৃতান্ত ॥ খুব তেজ দেখানো হচ্ছে যে!

প্রতিমা ॥ এর মধ্যে তেজের কী দেখলেন, কৃতান্তবাবু? উনি এখানে থাকতে চাইছেন না—চলে যাচ্ছেন। আমার যদি থাকতে ইচ্ছা না হয়—আমিও চলে যাব। আর এই সুযোগে আমিও আমার কথাটা বলে রাখি, কৃতান্তবাবু। আজকের প্লে-ই আমার শেষ প্লে। নিতান্ত আপনি বায়না নিয়েছেন, তাই আজ 'প্লে করব না'—এ কথা আমি বলব না। কিন্তু আজকে এখানে এই আমার শেষ প্লে—(শেষ প্লে।)

কৃতান্ত ॥ হাঁ, শেষ প্লে—এখানে আজই শেষ প্লে। [তুমি আমায় বাঁচালে প্রতিমা।

প্রতিমা॥ যেজন্য আমার প্লে করতে আসা, তা আমার শেষ হয়ে গেছে কৃতান্তবাবু। আমি থিয়েটার থেকেই বিদায় চাইছি।

কৃতান্ত॥ তা বুঝেছি বই কি। কিন্তু, বিদায় চাইলেই তো আমি বিদায় দিতে পারি না প্রতিমা দেবী। থিয়েটারে তোমার কণ্ট্রাক্ট পূরো এক বছরের। পূরো একটি বছর তুমি আমায় ছাড়তে পার না, আমি তোমায় ছাড়তে পারি না। পালাবার পথ আইনই দিয়েছে বন্ধ করে। যাওয়াটা যত সোজা ভাবছ, তত সোজা নয়।

প্রতিমা॥ মণিমোহনবাবু যেতে পারেন, আমি যেতে পারি না!

কৃতান্ত॥ মণিমোহনই বা কোন চুলোয় যাবে! রাগ থামলে ঘুরে ফিরে আমার কাছেই আসবে। থিয়েটারে এ সব হামেসা হচ্ছে। কিন্তু, এখানকার লীলা খেলা আজই শেষ। কালই আমরা এখানকার পাট তুলে সব কলকাতায় চলে যাব। কিন্তু মণিমোহন, অত তেজ সইবার লোক আমি নই, এই ট্রেনে যাবে বলেছ; তুমি গিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হও। আমি রিহার্সেলটা শেষ করে এসেই তোমার পাওনা কড়ায়-ক্রান্তিতে মিটিয়ে দিচ্ছি।

প্রতিমার ইঙ্গিতে মণিমোহনের প্রস্থান

কৃতান্ত॥ (প্রতিমাকে) তুমি নতুন এসেছ। এইসব জমিদার-টমিদারদের তুমি চেন না। আমাকে না জানিয়ে জমিদারের

উষা-কীর্তনের নেমন্তনটা নেওয়া তোমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে, প্রতিমা। তার ফলভোগ করেছ বলেই না—আজ এখান থেকে পালাতে পথ খুঁজছ!

প্রতিমা॥ কী রিহার্সেল দেবেন—দিন।

কৃতান্ত॥ ও, হ্যাঁ। জান বোধহয়, তোমার ওই জমিদারবাবুর খেয়ালে আমাকেই আজ কৃষ্ণ সাজতে হচ্ছে।

প্রতিমা॥ আপনি মালিক—কৃষ্ণই সাজুন আর কৃষ্ণের বাপ নন্দই সাজুন—আমার কী বলবার আছে!

কৃতান্ত॥ সেদিন রিহার্সেলে কৃষ্ণের পার্টটা দেখাতে গিয়ে, আমার একটু উচ্ছ্বাস এসেছিল। বুঝলাম, সেটা তোমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। কিন্তু, প্রতিমা, অভিনয় কখনো প্রাণবন্ত হয় না—যদি না তাতে প্রাণের স্পর্শ থাকে—মনের দরদ থাকে।

প্রতিমা॥ হ্যাঁ, এসব কথা শুনেছি।

কৃতান্ত॥ আজ এখানে আমাদের 'কৃষ্ণকালী' নাটকের শেষ অভিনয়। শুনছি—এখানকার লোকেরা তোমার পাশে আমাকে কৃষ্ণের ভূমিকায় দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। আজ তোমাকে—আমাকে—এত ভাল অভিনয় করতে হবে যে, লোকে যেন ভুলে যায় যে আমরা অভিনয় করছি। তুমি, আমি,—আমরাও যেন ভুলে যাই যে আমরা অভিনয় করছি। আমাদের মধ্যে থাকবে না আজ কোন লজ্জা—কোন সংকোচ—কোন ভয়—কোন ব্যবধান। অনন্ত কালের শ্রীরাধা

তুমি—আর রাধা-প্রেমের অনন্ত পিপাসা বুকে নিয়ে আমি যেন যুগযুগান্তরের শ্রীকৃষ্ণ।

ভাবে বিভোর হইয়া

"তোমারি রূপের মাধুরী হেরিতে
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরী চারিদিকে হেরি
যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপগুণ মধুর মাধুরী
সদাই কামনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হয়ে ভোর॥"

এই বলিতে বলিতে ভাবের আবেগে কৃতান্ত প্রতিমাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। ত্বরিতবেগে সরিয়া গিয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতিমা বলিল—

প্রতিমা॥ আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, কৃতান্তবাবু।

কৃতান্ত॥ প্রেমের সীমা নেই—সীমা নেই, প্রতিমা। রাধিকার মতই কুল ছেড়ে তুমি যেদিন আমার সামনে প্রথম এসে দাঁড়ালে, মনে হল, আমি বুঝি চিরকাল তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। না—না, এ অভিনয় নয়। যে তৃষ্ণা নিয়ে তুমি ঘর ছেড়ে এসেছিলে এখানে, সেই তৃষ্ণাতেই ঘর বাঁধতে চাই তোমাকে নিয়ে আমি।

প্রতিমা ॥ সরুন, আমায় যেতে দেন।

কৃতান্ত ॥ শোন—শোন, আমার স্বপ্ন এমন করে তুমি ভেঙে দিয়ো না, প্রতিমা।

প্রতিমার হাত ধরিলেন

প্রতিমা ॥ (কৃতান্তের গালে চপেটাঘাত করিয়া) আপনি আমায় যা ভেবেছেন, আমি তা নই।

কৃতান্ত ॥ (অপমানের অধীরতা চেষ্টায় সংবরণ করিয়া) ও! নও! জমিদারের খাশকামরায় বোধহয় তোমার এ নীতি জ্ঞানটা ছিল না। হ্যাঁ, ওই নেকলেসটা তা চেঁচিয়েই বলছে, প্রতিমা।

প্রতিমা ॥ আপনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন—'গুণের সমাদরে যদি কোন উপহার আসে, শ্রদ্ধায় তা নিয়ো।' আমি তাই নিয়েছি। কিন্তু আপনি যে এতটা ইতর, তা জানতাম না।

কৃতান্ত ॥ (চাপা উত্তেজনায়) ইতর! আমি ইতর!·· আচ্ছা!

কৃতান্তের প্রস্থান

প্রতিমা ক্ষিপ্রগতিতে টেবিল হইতে একখানি কাগজ লইয়া তাহাতে কি লিখিতে বসিল। এক গ্লাস দুধ লইয়া ভোলা পা টিপিয়া টিপিয়া প্রতিমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে প্রতিমা লেখা শেষ করিয়া কাগজটি ভাঁজ করিল। তাকাইয়া দেখে পাশেই ভোলা দণ্ডায়মান।

ভোলা ॥ দুধটা খেয়ে নাও, দিদি।

প্রতিমা ॥ তোকেই আমি চাইছিলাম, ভোলা। তোর দিদির আজ বড় বিপদ। উদ্ধার করবি তাকে?

ভোলা ॥ তোমার জন্য আমি সব করতে পারি, দিদি। কী করতে হবে, বল?

প্রতিমা ॥ আমার এই চিঠিটা—ছুটে নিয়ে যাবি—এখনি—কেউ যেন জানতে না পারে—কেউ যেন দেখতে না পায়।

ভোলা ॥ কার কাছে?

প্রতিমা ॥ (ভোলার হাত ধরিয়া) আমার গা ছুঁয়ে বল, তাঁর নাম কাউকে বলবি না।

ভোলা ॥ না।

প্রতিমা ॥ যিনি আমাদের কেষ্ট সাজেন—

ভোলা ॥ মণিমোহনবাবু?

প্রতিমা ॥ হ্যাঁ। এখানে পাস্—এখানে দিবি, নইলে ছুটে চলে যাবি স্টেশনে। যেমন করেই হোক তাঁর কাছে পৌছে দিবি।

ভোলা ॥ ঠিক দেব, দিদি। তুমি কিচ্ছু ভেবো না—আমি ঠিক দেব।

চিঠি লইয়া ছুটিয়া প্রস্থান

আনন্দ ঘোষালের প্রবেশ

আনন্দ ॥ এই যে, দিদি, তোমাকেই খুঁজছি।

প্রতিমা ॥ এ কী! দাদু! কখন এলেন, দাদু? খবর সব ভাল তো?

আনন্দ ॥ ঠাকুরের কৃপায় ভাল বই কি। নইলে কি আসতে পারতাম? গিয়ে দেখি, খোকা আমার হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেছে। হ্যাঁ, দিদি, এখন অনেকটা ভাল। আমি যাওয়াতে ভারি খুশি। সারাদিন বসে বসে গল্প বলতে হয়েছে। থিয়েটারের গল্প শোনার ভারি শখ। তোমার কথাও বললাম। কলঙ্কভঞ্জনের গল্প শুনে বলে—"আঃ আমাকে যদি কোন রাধিকা অমনি জল ছিটিয়ে ভাল করত!" আমি বলেছি—বেশ তো, রাধা-দিদিকেই তোমার কাছে এনে দেব, বাবা। কলকাতায় গেলে—যেতে হবে, দিদি, তোমাকে একদিন। ছেলেটা বড় আশা করে আছে। হয়তো বা সত্যিই সেরে যেতে পারে। সবই তো বিশ্বাসের কথা, দিদি।

প্রতিমা ॥ আমি যাব, দাদু—আমি যাব। কালই যাব।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, কৃতান্ত বললে—আজই এখানে শেষ প্লে।

কৃতান্তের প্রবেশ

কৃতান্ত ॥ হ্যাঁ, আজই শেষ প্লে। দেনা-পাওনা আজ সব চুকিয়ে দেব। যার যা প্রাপ্য—আজ আমি দেব—কড়ায় ক্রান্তিতে দেব—এই আমার পণ।

আনন্দ ॥ বটেই তো—বটেই তো। 'জমিদারবাবুও আমাদের

পাওনা কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিয়ে দিয়েছেন—কী বল, কৃতান্ত? কিন্তু, শুনছিলাম যে, জমিদারবাবু আরো দু'এক রাত্রি বায়না করতে পারেন। সেটা আর তবে বোধহয় হল না।

কৃতান্ত ॥ না, জমিদারবাবুর আর স্টেজের অভিনয়ে আবশ্যক নেই। এই অভিনয় আজ শেষ অভিনয়। রাধিকার কাছ থেকে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছেন—'নকল নিয়ে কেন এত মাতামাতি! আসল আমি তোমার মন্দিরে গিয়ে বাস করব।' আজ অভিনয়শেষে জমিদার-মন্দিরে রাধিকার প্রতিষ্ঠা-উৎসব হবে। (প্রতিমাকে) যাচ্ছেন তো, প্রতিমা দেবী?

প্রতিমা ॥ এসব আপনি কী বলছেন?

কৃতান্ত ॥ না—না, দাদু, ভাববেন না যে, আমি কোন অভিনয় করছি। যা প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাই বলছি। অভিনয় করব আজ রাত্রে—আমার জীবনের চরম অভিনয়। হ্যাঁ, ভাল কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রতিমা দেবী, কৃষ্ণের পার্ট আমি করব না। কৃষ্ণ সাজবে নৃত্যলাল। আমি যে আয়ান—শেষ রজনীতেও আমি সেই আয়ান।

কৃতান্তের প্রস্থান

আনন্দ ॥ আজ কৃতান্তের কী হয়েছে, বল তো? এ যেন সে-মানুষ নয়। কেমন একটা বেসামাল ভাব!

প্রতিমা ॥ হ্যাঁ। কী সব আবোল-তাবোল বকলেন!

আনন্দ ॥ কৃতান্ত কী তবে মদ ধরেছে?

প্রতিমা ॥ কী করে বলব, দাদু? সত্যি আমার ভয় করছে। যে রকম বেসামাল দেখলাম—আয়ানের পার্ট করতে গিয়ে সত্যি সত্যি আমায় গলা টিপে না মারে!

আনন্দ ॥ হাসালে, দিদি। তুমি নতুন নামছ কিনা—তাই তোমার ভয়।

নৃত্যলালের প্রবেশ

নৃত্যলাল ॥ দাদু, ম্যানেজার আপনাকে ডাকছে। (প্রতিমাকে) আপনি এখানে? আপনাকে নিয়ে তো ওদিকে একটু আগে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে! জানেন না বুঝি?

প্রতিমা ॥ আমাকে নিয়ে কুরুক্ষেত্র! ব্যাপার কী, বলুন তো?

নৃত্যলাল ॥ আপনি কাউকে একটা চিঠি লিখেছিলেন?

প্রতিমা ॥ (অস্ফুট আর্তনাদে) চিঠি! আমি! কী হয়েছে, বলুন?

নৃত্যলাল ॥ আপনি কাউকে লিখেছিলেন—"আজই আমার শেষ অভিনয়। থিয়েটারের পরই একসঙ্গে যাব?"

প্রতিমা ॥ হ্যাঁ, লিখেছি। যাকে খুশি—লিখেছি। তা নিয়ে কুরুক্ষেত্র হবার কী আছে?

নৃত্যলাল ॥ ম্যানেজার দেখে ফেলেছে—কুরুক্ষেত্র হবে না?

প্রতিমা ॥ কিন্তু, ম্যানেজার তা কী করে দেখে? তাঁর তো দেখবার কথা নয়।

নৃত্যলাল॥ ভোলার হাতে ছিল চিঠি—ম্যানেজারকে দেখে লুকোতে যায়। ম্যানেজার খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলে। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। ম্যানেজার চিঠিটা কেড়ে নেয়।

আনন্দ॥ নাঃ, তবে তো কুরুক্ষেত্রই বটে! চিঠিটা তুমি কাকে লিখেছিলে, দিদি? লোকটাই বা কে?

প্রতিমা॥ এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার কাছে আমার যা-খুশি লিখব। তা নিয়ে অন্যের এত মাথাব্যথা কেন?

আনন্দ॥ সে কথা বললে তো চলবে না, দিদি। এই থিয়েটার —এটা একটা প্রতিষ্ঠান। কতকগুলো আইন—নিয়মকানুন এর আছে বইকি! তুমি যাবে বললেই তো যাওয়া চলে না, দিদি। কেন যাবে? কার সঙ্গে যাবে? কোথায় যাবে?

প্রতিমা॥ কোন উত্তর আমি দিতে পারব না, দাদু।

নৃত্যলাল॥ আশ্চর্য! কোথায় যাবেন—কার সঙ্গে যাবেন—চিঠিটাই বা কাকে লিখলেন—চিঠিতেও তার কোন উল্লেখ নেই! ম্যানেজারের কাছে এত মার খেয়েও, ভোলার মুখ থেকেও কিছু বেরোয় নি! ম্যানেজারের কিন্তু ধারণা—এ চিঠি আপনি লিখেছেন জমিদারকে।

প্রতিমা॥ যাকে খুশি আমি লিখব। কিন্তু তাতে ম্যানেজারের কী? আপনি শুধু দয়া করে বলুন—ভোলা কোথায়?

নৃত্যলাল॥ ম্যানেজারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমরা তাকে ডাক্তারের হাতে দিয়ে এসেছি। ডাক্তার বললেন—'হাতটা মচ্‌কে গেছে মাত্র। ভয়ের কিছু নেই।' ব্যাণ্ডেজ বেঁধে

ওষুধ দিয়েছে।···এই যাঃ! কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল! চলুন, দাছু, টাকা নিতে ডাকছেন আপনাকে। কিন্তু টাকা নিতেও আজ ভয় হচ্ছে, দাছু। এমন মূর্তি ওর কোন দিন দেখি নি।

আনন্দ॥ বুঝছি। কোথায় কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে। হ্যাঁ—থিয়েটারের ভিতরেও একটা থিযেটার চলছে। (নৃত্যলালকে) তুমি এগোও, নৃত্যলাল, আমি যাচ্ছি।

নৃত্যলালের প্রস্থান

(প্রতিমাকে) দিদি!

প্রতিমা॥ বলুন।

আনন্দ॥ থিয়েটারে তুমি নতুন। জীবনে অনেক কিছু দেখেছি —অনেক কিছু শিখেছি। সেই সাহসেই—সেই অধিকারেই তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই, দিদি—জমিদারের এ ফাঁদে তুমি ধরা দিও না। তাতে তোমার মঙ্গল হবে না।

প্রতিমা॥ (হাসিয়া) আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দাছু। ওসব শয়তানদের চিনবার মত বুদ্ধিটুকু আপনার এ নাতনীর আছে। কিন্তু আমার ভয় কী জানেন, দাছু? ওই লোকটা আমাকে খুন করবে!

আনন্দ॥ কে খুন করবে? কোন্ লোকটা?

প্রতিমা॥ (ক্ষণকাল আনন্দের মুখের দিকে তাকাইয়া কী ভাবিল, তারপর আত্মস্থ হইয়া) না, কিছু না। আপনি যান, দাছু। আপনার জন্ত ম্যানেজার বসে আছেন।

আনন্দ ॥ কিন্তু, মনে হচ্ছে, তুমি যেন কী একটা ভয় পেয়েছ, দিদি! না, আমি তো যেতে পারব না।

প্রতিমা ॥ দাদু, আপনি কখনও শুনেছেন যে, অভিনয় করতে করতে কেউ কাউকে খুন করেছে?

আনন্দ ॥ (হাসিয়া উঠিলেন) তা হলে তো আর সেটা অভিনয় নয়। তাকে বলে হত্যা।

প্রতিমা ॥ হত্যা করতেই যদি কেউ চায়—ওই অভিনয়ের মধ্যে?

আনন্দ ॥ (উচ্চহাস্যে) হত্যাই যদি করবে—দশজনের সামনে কেন করবে? হত্যা করে গোপনে। তুমি কিছু ভেবো না, দিদি। রাধিকার পার্ট করছ—তোমার ভয় কী, দিদি? স্বয়ং কৃষ্ণই তোমাকে রক্ষা করবেন।

"হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম"
তুমি তোমার রাধিকাকে রক্ষা করো!"

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করাইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া আনন্দ চলিয়া গেলেন। প্রতিমা পাষাণপ্রতিমার মত নিবদ্ধ দৃষ্টিতে কী ভাবিতে লাগিল। হাতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় ভোলা জানালা দিয়া ঘরে লাফাইয়া পড়িল

প্রতিমা ॥ কে! ভোলা!

ভোলা ॥ তোমার চিঠি দিতে পারি নি, দিদিমণি। হাত ভেঙে দিয়েছে—তবু মুখ থেকে একটি কথা বের করতে পারে নি। ডাক্তারখানা থেকে পালিয়ে গিয়ে, তাঁকে সব কথা মুখে বলে এসেছি—স্টেশনে। বলেছেন, থিয়েটারে তিনি থাকবেন।

প্রতিমা ॥ ভোলা—ভোলা—আমাব ভাই!

ভোলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল

নবম দৃশ্য *

সাজঘরের সম্মুখভাগ। নৃত্যশিক্ষক নৃত্যলাল উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করিল

নৃত্যলাল। (প্রবেশমুখেই উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল) এই মেয়েগুলো!—এই মেয়েগুলো! আঃ, এরা সব গেল কোথায়? এই মেয়েগুলো!

গণেশ ও পঞ্চাননের প্রবেশ

গণেশ॥ কী, মাস্টার, অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন? হল কী?

নৃত্যলাল॥ হবে আর কী? নাচগুলো একটু পালটাতে হবে—জমিদারের হুকুম।

পঞ্চানন॥ রাখ—রাখ, মাস্টার, 'অদ্য শেষ রজনী', ও নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছ কেন? ও যা আছে, ওই একটু হেরফের করে মেরে দাও বাবা।

গণেশ॥ তা ছাড়া—আর কী, মাস্টার! ছিল ধিন্-তা-ধিন্—তা-ধিন্, করে দিলেই হবে তিন্-না-তিন্—না-তিন্। ভাঙা হাটে এই ঢের।

নৃত্যলাল॥ না হে—না, কড়া হুকুম, ও একটু পাল্টে দিতেই হবে।

---

* অভিনয়ে এই দৃশ্যটি পরিত্যক্ত হইলেই ভালো। —নাট্যকার।

পঞ্চানন ॥ আবার পাল্টাপাল্টি কী ?

নৃত্যলাল ॥ ম্যানেজার নিজে সব পাল্টে দিচ্ছে যে! পার্ট পাল্টাচ্ছে—মেজাজ পাল্টাছে—নিজেও পাল্টে যাচ্ছে। এই তো আমি—আমার কথাই ধর। আমায় করতে বললে আয়ান।...খেটে খুটে যেই পার্টটা একটু রপ্ত করেছি, পোজ-টোজগুলো ঠিক করে নিয়েছি,—সঙ্গে সঙ্গে আবার তার মতটা পাল্টে গেল! কেন? কেন? আয়ানের পার্ট কি আমায় দিয়ে হত না? বল্‌-না ভাই গণ্‌শা, বল্‌-না।

গণেশ ॥ নিশ্চয়ই হত।

নৃত্যলাল ॥ তুই বল্‌-না, ভাই পেঁচো, হত না?

পঞ্চানন ॥ হত না মানে? চমৎকার হত।

নৃত্যলাল ॥ আছে কী? ও পার্টে আছে কী? রাধিকার গলা টিপে ধরা। একটা পোজ্‌ নিয়ে, একটু এগিয়ে গিয়ে, একেবারে—(গর্জনস্বরে) 'বল্‌, পাপীয়সী—'

পঞ্চাননের গলা টিপিয়া ধরিল

পঞ্চানন ॥ (নৃত্যলালের হাত ধরিয়া বাধা দিয়া) আহা হা, মাস্টার, একটু সাম্‌লে—এটা আমার গলা।

গণেশ ॥ ও মাস্টার, ছাড় ছাড়, ও রাধিকা নয়—ও আমাদের পেঁচো।

নৃত্যলাল ॥ ও! এই যাঃ! কিছু মনে করিস নি, ভাই।

পঞ্চানন ॥ ঠিক আছে—ঠিক আছে। (নিজের গলায় হাত বুলাইতে লাগিল)

নৃতালাল ॥ তা, পার্টটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে!

গণেশ ॥ ও, বাবা, জান তো, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে—তাই নিয়েছে। ম্যানেজার যে আজ কী করে বসবে—বুঝতে পাচ্ছি না।'

পঞ্চানন ॥ যাক, ভাই, ও সব বুঝেও আমাদের কাজ নেই। ম্যানেজার নিজেই পাল্টে দিচ্ছে যখন, তখন দাও পাল্টে। আমরা হচ্ছি গিয়ে হুকুমের চাকর। হুকুম যখন হয়েছে, তামিল করতেই হবে। নাও, মাস্টার, লাগাও। আবার হয়তো কখন এসে পড়বে।

নৃত্যলাল ॥ তা বটে—তা বটে! আজ যা মেজাজ দেখছি—

গণেশ ॥ হ্যাঁ, বড্ড থম্‌থমে ভাব।

নৃত্যলাল ॥ (উচ্চকণ্ঠে) আঃ! এই মেয়েগুলো! কোথায় গেল সব?

টাকা গুণিতে গুণিতে রতনের প্রবেশ

রতন ॥ যাবে আবার কোথায়? মাইনে নিতে গেছে। তোমরাও যাও শিগ্‌গির—নইলে কী হতে কী হয়, বলা যায় না।

রতনের প্রস্থান

পঞ্চানন॥ তা যা বলেছে। এখনি যাওয়াই ভাল। আগে মাইনে, তবে না কাজ!

গণেশ॥ হ্যাঁ, মাইনে দেবার মতটা যদি আবার পাল্টে যায়! চল হে—চল।

পঞ্চানন॥ হ্যাঁ, ও লোকের মতি গতি বোঝা ভার।

গণেশ ও পঞ্চাননের প্রস্থান

নৃত্যলাল॥ আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি! নইলে পার্ট বদ্‌লে দিলে কেন? পার্ট বদ্‌লে দিলে কেন? ওর মতলব আজ ভাল নয়—ওর চোখ দেখেই আমি বুঝেছি, ওর মতলব ভাল নয়। আমি ভাল বুঝছি না—ভাল বুঝছি না।

নৃত্যলালের প্রস্থান

———

দশম দৃশ্য

তখন প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত 'কৃষ্ণকালী' নাটকের শেষ দৃশ্যটির শেষ অংশের অভিনয় হইতেছে। রাধিকাকে তাড়না করিতে করিতে আয়ান ঘোষের প্রবেশ। পশ্চাতে জটিলা ও কুটিলা।

আয়ান॥ বল, পাপীয়সী, কার অভিসারে এসেছিস্ তুই এইরাত্রে—নির্জন এই নিকুঞ্জে ?

জটিলা॥ কুলে কালি দিয়ে—ওরে পোড়ারমুখী—এই তোর কাত্যায়নী-পূজো ?

কুটিলা॥ অমন বউকে গলা টিপে মেরে ফেল, দাদা, নইলে আমাদের সতী-নামে কলঙ্ক হবে।

আয়ান॥ হ্যাঁ, তাই মারব। কিন্তু, তার আগে ওর মুখ থেকেই জানতে চাই—কার অভিসারে এসেছিল ওই কলঙ্কিনী। (রাধিকা-বেশা প্রতিমার গলা সত্য সত্যই টিপিয়া ধরিয়া) বল্—বল্—কে সে ?

রাধিকা॥ (যথাশক্তি কৃতান্তের হাত ধরিয়া বাধা দিতে লাগিল) উঃ। আমায় ছাড়—আমায় ছাড়।

আয়ান॥ আমি ছাড়ব না। আমি জানতে চাই কার কাছে লিখেছিলি এই চিঠি ? (এক হাতে গলা টিপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে প্রতিমার লিখিত সেই চিঠি উচ্চে ধরিয়া দেখাইল) বল—কার সঙ্গে চলে যাবি লিখেছিস ?

বাধিকা ॥ (আর্তকণ্ঠে) আমায় খুন করল--আমায় খুন করল···

কৃতান্ত ॥ (গর্জন কণ্ঠে) বল—কার সঙ্গে যাবে!

হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহ হইতে মণিমোহন চিৎকার করিয়া উঠিল

মণিমোহন ॥ খবরদার! খববদার।

বলিতে বলিতে এক লাফে মঞ্চে উঠিয়া প্রতিমাকে আয়ানের
পীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া বলিল

যাবে আমাব সঙ্গে—তার স্বামীর সঙ্গে।

কৃতান্ত ॥ স্বামী!

মণিমোহন ॥ হ্যাঁ, স্বামী। তিন মাস মাইনে না দিয়ে আমার ঘর ভেঙে দিযেছিলে তুমি। ঘরের বউকে ঘব-ছাড়া করেছিলে তুমি। কিন্তু আজ তাতে আর দুঃখ নেই। সহধর্মিণী রূপে যাকে পেয়েছিলাম ঘরে, আজ সহকর্মিণী রূপে তাকে পেয়েছি-ঘবেব বাইরে।

কৃতান্ত ॥ (অপ্রতিভ হইয়া) রাধা—মানে প্রতিমা, তবে তুমি মহাসতী—সত্যিই তুমি মহাসতী। তোমাকে ভুল বুঝে যে অপরাধ আমি করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর।

আনন্দ ঘোষালের প্রবেশ

আনন্দ ॥ বলি নি, প্রতিমা, মহাসতীকে কৃষ্ণই রক্ষা করেন। তিনিই তোমাকে রক্ষা করেছেন। (স্তব)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

মঞ্চের উপরে এই সকল গোলযোগ দেখিয়া প্রেক্ষাগৃহে কিছু কিছু দর্শকের মধ্যে একটা কোলাহল উঠিল

কৃতান্ত ॥ (আয়ানের পরচুলাটি নিজের মাথা হইতে খুলিয়া, মঞ্চের সম্মুখভাগে আসিয়া, দর্শকদের উদ্দেশ্যে) আমি কৃতান্ত বোস—'কলাবতী থিয়েটার'-এর ম্যানেজার। দয়া ক'রে আপনারা থামুন—আমার নিবেদন শুনুন। (দর্শকগণ চিৎকার করিয়া উঠিল—বলুন, বলুন, আপনার কী বলবার আছে বলুন।) একই নাট্যকারের লেখা দুটি নাটক—একটি পৌরাণিক, একটি সামাজিক—নাট্যকারের ভুলে এক হয়ে গেছে! জীবনটাই হয়ে গেছে নাটক! দুই নাটকে তালগোল পাকিয়ে যদি সবাইকে বিভ্রান্ত ক'রে থাকে—তবে সে দোষ নাট্যকারের—মানে, মন্মথ রায়ের—আমাদের নয়। আমাদের দয়া করে ক্ষমা করবেন আপনারা। আচ্ছা, আজ তবে নমস্কার।

করজোড়ে নমস্কার জানাইলেন

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মিনার্ভা থিয়েটার

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি

কৃতান্ত বসু	(আয়ান)	শ্রীছবি বিশ্বাস
আনন্দ ঘোষাল	(নন্দরাজ)	„ সন্তোষ সিংহ
মণিমোহন	(শ্রীকৃষ্ণ)	„ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
হারাধন	(হরি বৈদ্য)	„ কালীপদ চক্রবর্তী
নৃত্যলাল	(নৃত্যশিক্ষক)	„ রাধারমণ পাল
রূপলাল	(প্রধান বেশকারক)	„ বাদল গঙ্গোপাধ্যায়
ভোলা	(ভৃত্য)	শ্রীমান সুখেন
বিপদবারণ ঘোষ	(জমিদারের ম্যানেজার)	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
গোবিন্দ ঘোষ	(ঐ সহকারী-ম্যানেজার)	শ্রীবিভূতি দাস
মধু	(আনন্দ ঘোষালের পুত্র)	শ্রীযতীন গোস্বামী
গণেশ	(অভিনেতা)	শ্রীমিলন দত্ত
পঞ্চানন	(অভিনেতা)	শ্রীনীলরতন ভট্টাচার্য
কৃষ্ণা	(মণিমোহনের স্ত্রী)	শ্রীমতী গীতশ্রী
চামেলী	(রাধিকা—প্রথম)	শ্রীমতী বীণা ঘোষ
মনোরমা	(জটিলা)	শ্রীউষাবতী
কাবেরী	(কুটিলা)	শ্রীরাণীবালা (ছোট)

অন্যান্য ভূমিকায় :—শ্রীঅমূল্য হালদার, শ্রীসূর্য সেন, শ্রীহারাধন ধাড়া, শ্রীনকুল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগিরীন ঘোষ, মধুসূদন, সুধীর, তারক, অমিয়, সবিৎ, চরেন, শ্রীকান্ত, প্রফুল্লবালা, রাণী, পূর্ণিমা, বসন্ত, সান্ত্বনা, রাধারাণী, শেফালী, গীতা বসু, গীতা (১), গীতা (২), সন্ধ্যা, কুমারী মাধুরী।

জীবনটাই নাটক

মতামত

থিয়েটার সম্পর্কে জনসাধারণ প্রায় আস্থা হারিয়েছে। আমি নিজেও তার ব্যতিক্রম নই। একঘেয়ে আজ নাটক, নিষ্প্রাণ তার অভিনয়। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এবং জাতীয়তার উন্মেষে মঞ্চের দান অপরিমেয়, এমনভাবে তার অপমৃত্যু ঘটছে, এ বেদনা নিরতিশয় মর্মান্তিক।

'জীবনটাই নাটক' গতানুগতিক ধারার বাইরে। অভিনেতাদের আনন্দ পরিবেশন উজ্জ্বল পাদ-প্রদীপের সামনে, যার যবনিকা-পারে তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের ট্রাজেডি—এই আলো-আঁধারের অতি অপরূপ নাটক। দুঃখ-বেদনায় অবিচল তাঁরা—মঞ্চ আজও টিকে রয়েছে তাঁদের শিল্পনিষ্ঠা ও দুঃসাধ্য তপশ্চর্যায়। সাজসজ্জায় মহোজ্জ্বল অভিনেতাদের আমরা দেখে থাকি। মন্মথবাবু ঐ সঙ্গে মানুষগুলিকেও দেখিয়ে দিলেন। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক। যবনিকার অন্তরাল জীবন নিয়ে লিখবার তিনি অধিকারী। আর যিনি পারেন, তিনি হলেন শচীন সেনগুপ্ত।

প্রয়োগ পদ্ধতিও অভিনব। পৌরাণিক পোশাকি অভিনয়ের সঙ্গে আটপৌরে সামাজিক ছবি আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রায় শতাব্দীব্যাপী অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে—এটা হল নবীনতম। আমার তো মনে হয়, এই নাটক থেকে মঞ্চের নতুন চেহারা ফুটবার সম্ভাবনা হ'ল।

অভিনয় নিখুঁত। অধিকাংশই নতুন মুখ—বিশেষ করে

মেয়েরা। ছবি বিশ্বাস নিজে তো অসামান্য অভিনয় করেছেনই, তা ছাড়া প্রয়োগ শক্তিরও আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখালেন। অভিনয় দেখে সেদিন অতুল আনন্দ ও বিপুল ভরসা নিয়ে এসেছি।

মার্চ ৫, ১৯৫৩ শ্রীমনোজ বসু

নবগঠিত 'মিনার্ভা থিয়েটারে' অভিনীত বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের 'জীবনটাই নাটক' দেখে আমি সত্যই আনন্দ পেয়েছি। নাটকটির রচনায় মন্মথবাবু যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন তা' সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। তা ছাড়া, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে মানুষের জীবন-নাটকের সত্যকার অনেক কিছু বলায় নাট্যকার বাংলার নাট্যমঞ্চ ও নট-জীবনের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তাব জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই জীবন-নাটকের এতখানি সাফল্যের জন্য নাট্যকাবের রচনা যতখানি সাহায্য করেছে, ঠিক ততখানিই সাহায্য করেছে শ্রীছবি বিশ্বাসের পরিচালনা ও অভিনয়। এত সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় আমি খুব কমই দেখেছি। শ্রীঅনিল বাগচীর দু'খানি গানের সুর আমার খুব ভাল লেগেছে।

মার্চ ৭, ১৯৫৩ শ্রীদেবকীকুমার বসু

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় প্রণীত 'জীবনটাই নাটক' নামক নাটকখানির মৌলিক পরিকল্পনা ও চমকপ্রদ অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। জীবনমঞ্চের উপরে জীবনরঙ্গের যোগাযোগে যে অভিনব নাট্যশালা প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তারই একটি অংশ এই নাটকের উপাদান। বাস্তব-অবাস্তবে, সত্য-মিথ্যায়

আলো-ছায়ায়, কোমলতা-কঠোরতায় নিত্য বিবর্তিত প্রাণলীলার প্রকাশ এই নাটকে আশ্চর্য দীপ্তিলাভ করেছে। এই নাটকের লেখক, প্রযোজক ও অভিনেতা অভিনেত্রীগণকে আমি তাঁদেব অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সাধুবাদ জানাই। আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি আধুনিক কালে এ নাটকের তুলনা নেই, এ অভিনয়ের উদাহরণ নেই।

মার্চ ৫, ১৯৫৩ **প্রবোধকুমার সান্যাল**

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩-২-৫৩

মঞ্চের মধ্যেই আর এক মঞ্চের অভিনয় দেখানোই শুধু নয়, সেই সঙ্গে অভিনয়ে দর্শকদেরও অংশ গ্রহণে প্রণোদিত ক'রে তোলার একটা অভিনবত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছে মিনার্ভার নবতম নাট্য সৃষ্টি মন্মথ রায়ের "জীবনটাই নাটক"। দেশেব লোককে যারা আনন্দ পবিবেশন ক'রে যায় তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন যে কি নিদারুণ দুঃখময় তার একটা আবেগভরা পরিচয় মনে দাগ টেনে দেয়।

যুগান্তর—

কাহিনীর টেম্পো এমন সুন্দরভাবে এগিয়ে যায় যাতে দর্শক খুশি হয়ে শেষ পর্যন্ত নাটক দেখবার একটা পূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে হাসিমুখে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে।

দৈনিক বসুমতী, শনিবার ১৭ই মাঘ, ১৩৫৯

বর্তমান রঙ্গমঞ্চের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ঘটেছে এই যে, সে নতুন কিছু দিতে পারছে না,—পুরাতনের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ক'রে কোনরকমে টিকে থাকতে চাইছে। আর তাই সে ক্রমাগত পিছু হটে চলেছে। মিনার্ভার এই নতুন নাটকটিতে আছে নতুন সুর।—তার টেকনিক্, তার বিষয়বস্তু, তার অভিনয়ভঙ্গি,—সব কিছুতেই বৈচিত্র্য আনবার যথেষ্ট প্রয়াস রয়েছে। মিনার্ভার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উৎসাহযোগ্য এবং প্রশংসনীয়ও বটে।

নবযুগের নাট্যসাহিত্য

নাট্যকার মন্মথ রায়ের

নাট্যগ্রন্থাবলী

কারাগার—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে এবং পরে নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইয়া "জাতির মর্মস্পর্শ করিয়াছে। 'বার্নার্ড শ'র 'সেন্ট জোয়ান'এর সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—'বিজলী'।

পরাধীন ভারতে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল।

মুক্তির ডাক—একাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র সহিত তুলনা হইতে পারে।"—'প্রবর্ত্তক'।

দেবাসুর—পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। স্টার থিয়েটার। জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মাহুতি। "ফ্লোরা এনাইন স্টীলএর কৃতিত্বের সহিত লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে।" —ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

চাঁদসদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও স্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই। "কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা-অশ্রুমাথা অতীত স্মৃতি এই চাঁদসদাগর দর্শককে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক।"—'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'।

অহল্যা—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। "ও-দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ 'কারমেন'এর সহিত তুলনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।"—'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'।

সাবিত্রী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্মগত সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতিলাভ করিয়াছে। ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের অচলপ্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

অশোক—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রঙমহল। "নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের 'ড্রামা'র বিষয়বস্তু। নাট্যকার যেভাবে কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর 'আর্টিস্ট'এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে নাটকের গল্পটি দর্শকসাধারণেরও চিত্তাকর্ষক হবে।"—'দীপালী'তে 'চন্দ্রশেখর'।

'An epic grandeur.'—Amritabazar Patrika.

খনা—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "নাট্য-কৃতিত্বের চরম উৎকর্ষতা।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

"বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এই নাটক যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"—দেশ

"Khana, from the pen of Manmatha Ray, is perhaps God's answer to the theatre-owners' prayer for a play that will please all classes of audiences without calling forth the best in the artists. And that is where the dramatist triumphs over the players as a whole.···An excellent example of this noted author's rare knack of turning legends of yore into engrossing plays to the liking of modern audiences.···Ray wields a powerful pen and is a past-master in giving such twists to a story that go a long way in creating dramatic situations and climaxes. In Khana both these qualities have admirably combined to effect popular entertainment with a capital P and E.···A strong story-interest that never lets the attention of the audience flag till the very final curtain."—'Thespis' in 'Dipali'

সতী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। দক্ষযজ্ঞের পুরাতন কাহিনীর অভিনব অপরূপ রূপ। "হাসি এবং অশ্রু সমুজ্জল।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিদ্যুৎপর্ণা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্কিকা। C. A. P., ফার্ষ্ট এম্পায়ার। সাধনা বোস ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্যনৈপুণ্যের কীর্তি-

স্তম্ভ। "গ্রন্থকারের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকীয় ঘটনা-সংস্থাপনায়, সংলাপ ও কল্পনায় মনোহারিত্বে অভিনব।"—যুগান্তর।

"The author is to be congratulated without reserve."—Amritabazar Patrika.

রাজনটী—এই নাটিকাখানি 'রাজনর্তকী' নামে বাঙলা ও হিন্দীতে এবং 'Court Dancer' নামে ভারতে প্রস্তুত প্রথম ইংরেজী সবাক্ চিত্ররূপে চিত্রজগতে বিখ্যাত হইয়াছে।

"এই নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

রূপকথা—চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। "এরূপ একখানি অভিনব ও সুলিখিত নাটকের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

"Manmatho Ray, the noted playwright of the modern Bengali School has given it an exquisite dramatic shape mostly on the lines of the European pantomime."—N. K. G. in Amritabazar Patrika.

"Manmatho Ray has struck a new note in stage literature."—'Dipali'.

মীরকাশিম—পঞ্চাঙ্ক নাটক। 'নাট্যনিকেতন'। "বর্তমান যুগে এই নাটকখানি বিশেষ আদর পাইবে আশা করি।"—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

"আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, নাটকখানি দেশপ্রাণ বাঙালী নরনারীর চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইবে।"—দেশ।

"প্রত্যেকটি বাঙালীর এই 'মীরকাশিম' দেখা অবশ্য কর্তব্য। 'মীরকাশিম' নাটকে মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র রহিয়াছে।"—যুগান্তর।

"ঐতিহাসিক সত্য অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় অনবদ্য নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

একাঙ্কিকা—বাঙলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের প্রবর্ত্তক মন্মথ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ আটটি একাঙ্ক নাটকের সংগ্রহ।

"Sri Manmatha Ray is the dramatist of the day. His dramas, whether social, mythological or historical, are different from others of the kind, and have brought a change in the old order. Ekankika has created a new atmosphere in the circle of histrionic art as well as in literary circle. Each of the playlets, though short, is complete in itself in one act, beautiful and thought-provoking."—Amritabazar Patrika.